পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৫৮ বর্ষ ॥ ১৯শ সংখ্যা

৭ই যিলহজ্জ, ১৪১৭ হিঃ ॥ ২রা বৈশাখ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ ॥ ১৫ই এপ্রিল, ১৯৯৭ইং

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ১০০ টাকা ॥ ভারত ৩ পাউণ্ড ॥ অন্যান্য দেশ ২০ পাউণ্ড ॥

সূচিপত্র

বিষয়		লেখক	পৃঃ
তরজমাতুল কুরআন (তফসীর সহ)	:	'কুরআন মজীদ' থেকে	১
হাদীস শরীফ—হজ্জ ও ইহার গুরুত্ব		অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনোয়ার	৪
অমৃত বাণী : হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)	:	অনুবাদ :	
তওবার তাৎপর্য		মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ	৫
হাকীকাতুল ওহী : মূল : হযরত মির্যা গোলাম আহমদ	:	অনুবাদ :	
কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)		নাজির আহমদ ভুঁইয়া	৬
জুমুআর খুৎবা (সংক্ষিপ্তাকারে)	:	অনুবাদ :	
সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)		মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১২
চলতি দুনিয়ার হালচাল : ধর্ম ও নাগরিক অধিকার	:	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	১৪
আহমদীয়া তবলিগী পকেট বুক			
মূল : আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর,	:	ভাষান্তর :	
ফাযেল, প্রাক্তন নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ		মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৬
পত্র-পত্রিকা থেকে	:		২১
ঈমানবর্দ্ধক এক চমকপ্রদ ঘটনা	:	ভাবানুবাদ :	
		ডাঃ শেখ হেলাল উদ্দিন আহমদ	৩০
এম, টি, এ ডাইজেস্ট	:	সংকলন :	
		আবদুল্লাহ্ শামস্ বিন তারিক	৩৩
ছোটদের পাতা	:	পরিচালক :	
		মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৩৫
সংবাদ	:		৩৮
আস্ হাবে কাহাফের পাতা	:	আররকীম	৪০
সম্পাদকীয়	:		৪৩

সম্পাদনা পরিষদ

মোহতারম আহমদ তৌফিক চৌধুরী—প্রধান উপদেষ্টা
জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী —উপদেষ্টা
জনাব মকবুল আহমদ খান —সম্পাদক
জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান —সহকারী

তওয়াফকারীদের (প্রদক্ষিণকারীদের) (১৯৪৫) দণ্ডায়মানকারীদের, রুকূকারীদের এবং সেজদাকারীদের জন্য ;

২৮। এবং তুমি সকল লোকের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা কর, (১৯৪৬) যেন তাহারা (হজ্জের উদ্দেশ্যে) তোমার নিকট আগমন করে, পদব্রজেও এবং এমন সব বাহনের উপর আরোহণ করিয়াও, যেগুলি দীর্ঘপথ চলার দরুন শীর্ণকায় হইয়া গিয়াছে, ইহারা দূরদূরান্ত হইতে গভীর পথ অতিক্রম করিয়া আগমন করিবে,

৩৫। এবং আমরা প্রত্যেক কওমের জন্য কুরবানীর নিয়ম (১৯৫২) নির্ধারিত করিয়া

১৯৪৫। এই সূরার মূল বিষয়-বস্তু হইল 'হজ্জ' এবং তফসীরাধীন আয়াত হজ্জের ব্যাপারে ভূমিকার কাজ করিয়াছে। হজ্জের এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান কা'বাগৃহ বা বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করা। অতএব কা'বার পবিত্রতা এবং গুরুত্বের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ হজ্জের বিষয়ে এক যথার্থ ভূমিকা।

১৯৪৬। হজ্জ যাত্রার প্রবর্তন 'আবুল আম্বিয়া' হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর সময়ে শুরু হইয়াছিল। ইহা প্রতীয়মান হয় এই কথা দ্বারা : 'তুমি সকল লোকের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা কর।' কোন কোন খৃষ্টান লেখকের ধারণা যে, হজ্জ হইতেছে নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক আরবদের প্রতিমা উপাসকদিগকে বশীভূত করিবার জন্য ইসলামের মধ্যে প্রতিমা পূজা-ভিত্তিক এক অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করা ; কিন্তু এই ধারণা ভুল। আসলে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর সময় হইতে আরম্ভ করিয়া হজ্জ-ব্রত অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিতেছে, দূর-দূরান্তের দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ মুসলমানের মক্কাতে এই সমাবেশ উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতার অখণ্ডনীয় সত্যতা বহন করে।

১৯৫২। 'নাসাকা লিল্লাহে' অর্থ সে আল্লাহ্‌তা'লার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কুরবানী করিয়াছিল এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অবিরাম সৎকর্ম করিয়াছিল 'মানসাকা' শব্দের অর্থ ত্যাগের নিয়ম-প্রণালী, যে স্থানে এইরূপ অনুষ্ঠানাদি পালন করা হয় (আকবার)। এই আয়াত দ্বারা কুরবানীর বিষয়-বস্তু সূচীত হইয়াছে। (তিনটি মূল বিষয়-বস্তুর একটি যাহার সম্বন্ধে এই সূরা আলোচনা করিয়াছে) অপর দুইটি হইল হজ্জ এবং জিহাদ। আয়াতটি আরও প্রতিপন্ন করে যে, কুরবানী সম্বন্ধে আদেশ কেবল ইসলামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। ইহা সকল ধর্মেই সার্বজনীন, কারণ ইহা এক অভিন্ন ঐশী সূত্র হইতে উদ্ভূত। আয়াতে আরো প্রমাণিত হয় যে, ইহা পশুরই কুরবানী ছিল যাহা আদিকাল হইতেই সকল ধর্মের অনুসারীদিগের উপর নির্দেশ করা হইয়াছিল এবং মানুষ বলির নিষ্ঠুর প্রথা পরবর্তী কালের প্রবর্তন। এতদৃষ্টে মূল শব্দ 'নাসাকা' বিভিন্ন অর্থে (লেইন), প্রকৃত ও অকৃত্রিম কুরবানী তিন প্রকার অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী : (ক) ইহা স্বেচ্ছাকৃত এবং স্বতস্ফূর্ত হওয়া উচিত ; (খ) এই কুরবানী পবিত্রম উদ্দেশ্যে হইতে হইবে ; (গ) ইহা পার্থিব বিবেচনাপ্রসূত কুরবানী হইলে চলিবে না।

দিয়াছি যেন তাহারা আল্লাহ্‌র নাম উহার উপর উচ্চারণ করে যাহা গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু হইতে যে রিয্‌ক তিনি তাহাদিগকে দান করিয়াছেন। স্মরণ রাখিও, তোমাদের মা'বূদ এক-ই মা'বূদ (১৯৫৩) সুতরাং তোমরা কেবল তাঁহারই জন্য আত্মসমর্পণ কর এবং বিনয়ী লোকদিগকে সুসংবাদ দাও—

৩৮। উহাদের মাংস ও উহাদের রক্ত কখনও আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না, বরং তাঁহার নিকট তোমাদের তরফ হইতে তাক্‌ওয়া পৌঁছে। (১৯৫৫) এইভাবে তিনি উহাদিগকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়া দিয়াছেন যেন তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, যেহেতু তিনি তোমাদিগকে হেদায়াত দান করিয়াছেন। এবং তুমি সৎ কর্মশীলদিগকে সুসংবাদ দাও।

১৯৫৩। আয়তটি দুই প্রকার অর্থ বহন করে। (১) কুরবানীর নিয়ম-প্রণালী সর্ব ধর্মে সার্বজনীন, যদিও উহারা একে অপর হইতে আপন আপন উৎপত্তির স্থান ও কালের দিক হইতে বহুদূর ব্যবধানে পৃথক পৃথক। এই বাস্তব ঘটনা ইহাই প্রমাণ করে যে, আদিতে তাহারা সকলেই একই সর্বোচ্চ উৎস হইতে উদ্ভূত এবং সকল জাতির খোদাই এক ও অভিন্ন খোদা। (২) কুরবানীর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হইতেছে আমাদের উচ্চাকাংখা ও উচ্চাভিলাস, আমাদের সর্বপ্রকার ধারণা, কল্পিত আদর্শ এমনকি প্রাণ ও সম্মান আল্লাহ্‌তা'লার জন্য ত্যাগ করতঃ তাঁহার তৌহীদ অর্থাৎ একত্ব উপলব্ধি করা এবং ঘোষণা করা। ইসলাম ধর্মে কুরবানীর ধারণা, ক্রুদ্ধ দেব-দেবীকে সন্তুষ্ট করা নহে, অথবা কাহারও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাও নহে; বরং আল্লাহ্‌র জন্য এবং আল্লাহ্‌র পথে ব্যক্তির সমস্ত কিছুর কুরবানী করা।

১৯৫৫। তফসীরাধীন আয়াত কুরবানীর প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং উহার সারাংশ ও অভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর সমুজ্জ্বলভাবে আলোকপাত করিয়াছে। ইহা এই সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রদান করে যে, কুরবানীর বাহ্যিক ক্রিয়া আল্লাহ্‌তা'লাকে সন্তুষ্ট করে না বরং এই অনুষ্ঠানের পশ্চাতে তাক্‌ওয়া, প্রেরণা ও অন্তর্নিহিত শক্তিই তাঁহাকে খুশী করে। কুরবানীকৃত পশুর গোশ্‌ত এবং রক্ত আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না, অন্তরের তাকওয়াই কেবল তাঁহার নিকট গ্রহণ যোগ্য। তাহাদের নিকট আপন ও প্রিয় যাহা কিছু আছে আল্লাহ্‌তা'লা উহার সর্বপ্রকারের কুরবানী তলব করেন এবং গ্রহণ করে থাকেন—আমাদের পার্থিব সহায় সম্পদ, প্রিয় ভাবাদর্শ, আমাদের সম্মান, এমনকি নিজ জীবন পর্যন্ত। বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহ্‌তা'লা পশুর রক্ত এবং গোশ্‌ত আমাদের নিকট হইতে চাহেন না এবং আশা করেন না, কিন্তু তিনি আমাদের আত্মোৎসর্গ চাহেন। তবে, ইহা মনে করা ভুল হইবে যে, বাহ্যিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের আড়ালে সাক্রিয় মনের ভাবই গুরুত্বপূর্ণ, সেই জন্য বাহ্যিক কর্মানুষ্ঠানের কোন মূল্য নাই। ইহা সত্য যে, কুরবানীর বাহ্যিক ক্রিয়া খোসাস্বরূপ এবং উহার অভ্যন্তরীণ প্রেরণা উহার শাঁস, তদনুরূপভাবে কোন বস্তুর দেহাবরণ উহার শাঁস বা সারাংশের মতই অতি জরুরী, কারণ কোন আত্মা দেহ ছাড়া থাকে না এবং কোন শাঁস খোসা ব্যতীত থাকিতে পারে না।

হাদিস শরীফ

অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনোয়ার

হজ্জ ও ইহার গুরুত্ব

১। হযরত আব্ হুরায়রাহ রাযি আল্লাহুতা'লা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার এক ভাষণে ইরশাদ ফরমাইলেন : হে মানব সকল, আল্লাহ্তা'লা তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করিয়াছেন। ইহাতে এক ব্যক্তি বলিল : "হে রসূলাল্লাহ! প্রতি বৎসরই কি হজ্জ জরুরী? তিনি (সাঃ) চুপ রহিলেন। সে তিন বার এই প্রশ্ন করিল। তখন তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : 'যদি আমি হাঁ বলিতাম, তবে প্রত্যেকের উপর প্রতি বৎসর হজ্জ ফরয হইয়া পড়িত। তোমাদের এরূপ করিবার শক্তি নাই'। অতঃপর বলিলেন : "যে পর্যন্ত আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া রাখি, তোমরাও আমাকে ছাড়িয়া রাখিবে। নিষ্প্রয়োজনে জিজ্ঞাসার লালসা করিও না। কারণ, তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা তাহাদের নবীগণকে অনেক প্রশ্ন করিত। তারপর তাঁহারা যে সব কথা শিক্ষা দিতেন, তাহারা উহার ব্যতিক্রম করিয়া ধ্বংসের গহ্বরে যাইয়া নিপতিত হইত। যখন আমি নিজেই তোমাদিগকে কোনো আদেশ দেই, তখন সাধ্যানুসারে তাহা পালন করিবে। কোনো জিনিস হইতে বারণ করিলে, তাহা পরিত্যাগ করিবে"। (মুসলিম : কেতাবুল হজ্জ, ১-৬ঃ ৫৯৪ পৃঃ)

২। হযরত আবেস বিন্ রাবিয়াহ্ বলেন যে, তিনি হযরত উমর রাযি আল্লাহু আনহুকে দেখিয়াছেন যে, তিনি হজরে-আসওয়াদ (কৃষ্ণ প্রস্তর)-কে চুম্বন করিতেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতেছিলেন : "আমি জানি, তুমি একটি প্রস্তর মাত্র—উপকারও করিতে পার না, অপকারও করিতে পার না। যদি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে তোমাকে চুম্বন করিতে না দেখিতাম, তবে আমিও চুম্বন করিতাম না।"

কুরবানী ও ইহার গুরুত্ব

৩। হযরত উম্মে-সাল্মাহ্ রাযিঃ আল্লাহুতা'লা আন্হা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যে ব্যক্তি কুরবানী করিবার আকাঙ্খা রাখে, সে ব্যক্তি যিল্হজ্জের চন্দ্রোদয় হইতে কুরবানীর জন্তু যবাই করা পর্যন্ত তাহার চুল কাটিবে না নখ কাটিবে না।" (মুসলিম, কেতাবুল্ আয্হিয়া, ২-১ঃ২৬৫ পৃঃ)

৪। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ রাযি আল্লাহু আনহু বলেন : "আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সঙ্গে আমি ঈদুল আযহার নামায পড়িলাম। অতঃপর হুযূর (সাঃ)-এর নিকট একটি মেষ আনা হইল। তিনি (সাঃ) উহাকে যবাই করিলেন। যবাই করিবার সময় তিনি (সাঃ) বলিয়াছিলেন :

"আল্লাহ্র নামে আল্লাহুতা'লা সবচেয়ে বড়। খোদা আমার, এই কুরবানী আমার তরফ হইতে এবং উম্মতের ঐ সব লোকের তরফ হইতে কবুল কর, যাহারা কুরবানী করিতে পারে না" (তিরমিযী : কেতাবুল-আয্হিয়া ; ১ঃ৮৩ পৃঃ)

(হাদিকাতুস্ সালেহীন গ্রন্থ হইতে সংকলিত ও অনূদিত)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অনুবাদ : মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ

তওবার তাৎপর্য

পাপের তাৎপর্য এই নয় যে, খোদা পাপ সৃষ্টি করেন। অতঃপর হাজার বছর পরে পাপ ক্ষমা করার চিন্তাভাবনা নেন। যেমন মাছির দু'টো পালক রয়েছে। একটির মধ্যে প্রতিশেধক ও অপরটির মধ্যে বিষ। এমনিভাবে মানুষের মধ্যে দু'টো পালক রয়েছে একটি পাপের পালক ও অপরটি লজ্জাবোধ, তওবা ও অস্থিরতার। এটি একটি নিয়মের কথা। যেমন এক ব্যক্তি যখন চাকরকে কঠোরভাবে মারধর করে, পরে সে অনুশোচনা করে। মনে হয় যেন তার উভয় পালক একত্রে কাজ করে। আর বিষের সাথে প্রতিশেধক রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল বিষ কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? উত্তর এটাই যেহেতু বিষের অস্তিত্ব রয়েছে তাই উহা বিনষ্ট করার আদেশ রসায়নে দেয়া হয়েছে। যদি পাপ না-ই থাকতো তবে গর্ব, ঔদ্ধত্য ক্রোধ প্রভৃতি মানুষের মধ্যে বেড়ে যেতো এবং সে ধ্বংস হয়ে যেতো। তওবা এর সংস্কার করে, অহংকার ও গর্বের বিপদ থেকে মানুষকে রক্ষা করে। যখন নবী (সাঃ) নিষ্পাপ হয়েও ৭০ বার ইস্তেগফার করেছেন তখন আমাদের কী করা উচিত পাপ থেকে তওবা সেই ব্যক্তিই করে না, যে ব্যক্তি এর উপর সন্তুষ্ট হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি পাপকে পাপ বলে চিহ্নিত করে সে পরিশেষে এটি ছেড়ে দেয়।

(ইমাল মা শিতা ফাকাদ গাফারতুলাকা)-এর অর্থ—তুমি যা চাও তা কর তোমাকে ক্ষমা করলাম।

হাদীস শরীফে এসেছে, যখন মানুষ বার বার আল্লাহ্‌র নিকট কেঁদে কেঁদে ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন খোদা পরিশেষে জানিয়ে দেন যে, আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম এখন তুমি যা চাও তা কর। এর অর্থ হলো, তার অন্তর পরিবর্তন করে দিয়েছেন। এখন পাপ তার নিকট তিক্ত ও খারাপ মনে হবে। যেমন ভেড়াকে মল খেতে দেখে অন্য কেউ লোভ করে না যে, তেমনি সে-ও খায়। এমনিভাবে সেই ব্যক্তিও পাপ করবে না যাকে খোদা ক্ষমা করে দিলেন। মুসলমানদের নিকট শূকরের মাংস স্বভাবতই অপসন্দীয়। এরূপ আরও হাজার হাজার অন্যায় কর্ম করে যা কিনা হারাম ও নিষিদ্ধ। তবে এর মধ্যে হেকমত বা সুক্ষ্ম তত্ত্ব ইহাই যে, অপসন্দনীয় বিষয়ের একটি নমুনা রেখে দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, এমনি ভাবে মানুষ পাপকে ঘৃণা করে। (মলফুযাত, প্রথম খণ্ড, ২-৪ পৃষ্ঠা) (চলবে)

হাকীকাতুল ওহী

[মূলঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী]

ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভুঁইয়া

(১৮শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

পক্ষান্তরে আমার বিরুদ্ধে সে বারবার বদ্‌দোয়া করিতেছিল যে, এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, সে মারা যাইবে, তাহার পুত্রও মারা যাইবে, এবং তাহার জামাত খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যাইবে। ইহার ফল এই হইল যে, এই ইলহামের পর অর্থাৎ ان شانئك هو الابتر ইলহামের পর আমার গৃহে তিনটি ছেলের জন্ম হইল, তিন লক্ষের অধিক লোক আমার জামাতের অন্তর্ভুক্ত হইল, কয়েক লক্ষ টাকা আসিল, এবং বেশ কিছু খৃষ্টান ও হিন্দু আমার আহ্বানে মুসলমান হইল। ইহা কি নিদর্শন নহে এবং এই ভবিষ্যদ্বাণী কি পূর্ণ হয় নাই? সা'দউল্লাহ্‌র ছেলের সহিত আব্দুর রহীমের কন্যার বিবাহ সম্পর্ক ঠিক হইয়া গিয়াছে, বিবাহ হইয়া যাইবে, এবং পুত্রেরও জন্ম হইবে—এই সকল কথা বলা একটি কাল্পনিক পলাও সদৃশ এবং কেবল একটি গাল-গল্প। * ইহা হাস্যস্পদ ব্যাপার। ইহার উত্তর এই যে, খোদার ওয়াদা টলিতে পারে না। এই কথাতো ঐ সময়ে বলা উচিত যখন বিবাহ হইয়া যাইবে এবং পুত্রেরও জন্ম হইবে। বস্তুতঃ ঈমানদারীর তাকিদে এই কথাটি গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত যেভাবে কুরআন শরীফের এই ভবিষ্যদ্বাণী ان شانئك هو الابتر পূর্ণ হইয়াছে, তদ্রূপে এই ভবিষ্যদ্বাণীও কার্যকর হইয়া গিয়াছে যাহা খোদাতা'লা আমার মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছেন। কেননা আমি বর্ণনা করিয়াছি যে, যখন খোদাতা'লা তাহার সম্পর্কে

---

* টীকা : ইহা এইরূপ আশার ন্যায় যেরূপে আব্দুল হক গযনবী (পরবর্তীতে অমৃতসরী) মোবাহালার পর নিজের সম্পর্কে এবং মোবাহালার ফলাফল সম্পর্কে এই কথা প্রকাশ করিয়াছিল যে, আমার ভাই মরিয়া গিয়াছে, তাহার স্ত্রীকে আমি বিবাহ করিয়াছি, সে গর্ভবতী হইয়াছে, এবং এখন তাহার ছেলে হইবে এবং ইহাই মোবাহালার ফল ধরিয়া লইতে হইবে। কিন্তু এই গর্ভধারণের পরিণাম এই হইল যে, কোন সন্তানেরই জন্ম হইল না। ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আজ পর্যন্ত সে ব্যর্থতা ও লাঞ্ছনার জীবন ভোগ করিতেছে। ইহার বিপরীতে মোবাহালার পর আমার গৃহে কয়েকটি ছেলের জন্ম হইল এবং কয়েক লক্ষ মানুষ বয়াত করিল। কয়েক লক্ষ টাকা আসিল। পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত মর্যাদার সহিত আমার কথা পৌঁছিয়া গেল। মোবাহালার পর অধিকাংশ দুশমন মরিয়া গেল এবং আমার হাতে হাজার হাজার আসমানী নিদর্শন প্রকাশিত হইল।

আমাকে اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ এই খবর দিলেন সে দিন হইতে (ইতিমধ্যে বার বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে) পুত্রের দরজা সা'দ্ উল্লাহ্র জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এবং তাহার বদ্ দোয়াকে তাহারই মুখে ছুঁড়িয়া খোদাতা'লা আমাকে এই ইলহামের পর তিনটি পুত্র সন্তান দিলেন এবং সম্মানের সহিত কোটি কোটি মানুষের নিকট আমার নাম ছড়াইয়া দিলেন। তিনি আমাকে এতখানি আর্থিক প্রাচুর্য ও নগদে এবং প্রকারে এত আয় দিলেন এবং বিভিন্ন ধরনের উপঢৌকন এই পরিমাণে দিলেন যে, যদি ঐগুলি জমা করা হইত তবে ঐগুলি দ্বারা কয়েকটি ঘর ভরিয়া দেওয়া যাইত। সা'দ্ উল্লাহ্ চাহিত যে, আমি একলা থাকিয়া যাই এবং কেউ যেন আমার সাথে না থাকে। কিন্তু খোদাতা'লা তাহার এই ইচ্ছাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া কয়েক লক্ষ মানুষকে আমার সাক্ষী করিয়া দিলেন। সে চাহিত লোকেরা যেন আমাকে সাহায্য না করে। কিন্তু খোদাতা'লা তাহার জীবদ্দশাতেই তাহাকে দেখাইয়া দিলেন যে, আমার সাহায্যের জন্য এক জগৎ মানুষ আমার প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছে। খোদাতা'লা আমাকে এত আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন যে, শত শত বৎসরে তিনি এইরূপ সাহায্য অন্য কাহাকেও করেন নাই। সে চাহিত আমি যেন কোন সম্মান লাভ না করি। কিন্তু খোদা প্রত্যেক শ্রেণীর হাজার হাজার মানুষের গর্দান আমার দিকে ঝুঁকাইয়া দিয়াছেন। সে চাহিত আমি যেন তাহার জীবদ্দশাতেই মারা যাই এবং আমার ছেলেও মরিয়া যায়। কিন্তু খোদাতা'লা তাহাকে আমার জীবদ্দশাতে মৃত্যু দিলেন এবং ইলহামের পর আমাকে তিনটি ছেলে দান করিলেন। অতএব বড়ই ব্যর্থতা ও লাঞ্ছনার সহিত তাহার মৃত্যু হইল। এই ভবিষ্যদ্বাণীই আমি করিয়াছিলাম যাহা খোদাতা'লার ফযলে পূর্ণ লইয়া গিয়াছে।

যে ভবিষদ্বাণীটিতে আমি লিখিয়াছিলাম যে, সে আমার সামনেই ব্যর্থতা ও লাঞ্ছনার সহিত মরিবে তাহা 'আঞ্জামে আথম' পুস্তকে একটি আরবী কবিতায় আছে। কবিতাটির অনুবাদ নিম্নরূপ : (অনিবার্য কারণে মূল কবিতা দেয়া সম্ভবপর হলো না—সম্পাদক)

"নীচ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে এক পাপাচারীকে দেখিতেছি। সে অভিশপ্ত শয়তান। সে নির্বোধের * বীর্য। সে কটুভাষী, খবীস ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী। সে এমন এক অভিশপ্ত ব্যক্তি, যে মিথ্যাকে সত্য বলিয়া দেখায়। তাহার নাম জাহেলরা সা'দউল্লাহ্ রাখিয়াছে। হে আমার অভিশাপকারী! খোদা তোমাকে দেখিতেছেন। ঐ খোদার শাস্তিকে ভয় কর, যিনি আমার সর্বশক্তিমান প্রভু! আমি তোমাকে দেখিতেছি যে, তুমি অহংকার ও দাম্ভিকতার সাথে চলিতেছ তোমার কি ঐ দিনের কথা স্মরণ হয় না। যখন ক্ষত-বিক্ষতকারী প্লেগে তুমি মারা যাইবে? স্বীয় প্রবৃত্তির বাসনার পাপাচারের অনুবর্তিতা করিও না। তোমাকে

---

* টীকা : আমি লিখিয়াছি যে, এই কয়েক পঙক্তি কবিতা ঐ সময় সৎ উদ্দেশ্য লেখা হইয়াছিল যখন হতভাগ্য সা'দউল্লাহ্র কটুভাষা সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল।

তোমার প্রবৃত্তির আসক্তি কূপে নিক্ষেপ করিবে। তোমার প্রবৃত্তি একটি খবীস ঘোড়া। ইহার পৃষ্ঠের উচ্চতাকে তুমি ভয় কর। তুমি এই ব্যাপারে ভয় কর যে, তোমার বল্গাহীন চলা তোমাকে মাটিতে ফেলিয়া দিবে। পৃথিবীর সব চাইতে নিকৃষ্ট বস্তু হইল বিষ এবং বিষের চাইতেও নিকৃষ্ট হইল নেক ব্যক্তিগণের দুশমনী। তুমি তোমার খবীসি দ্বারা আমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছ। অতএব যদি লাঞ্ছনার সহিত তোমার মৃত্যু না হয় তবে আমি খাঁটি নহি। কেবল তোমার লাঞ্ছনাই শেষ কথা নহে। খোদা তোমাকে তোমার দলবল সহ লাঞ্ছিত করিবেন এবং আমাকে সম্মান দিবেন। এমন কি লোকেরা আমার পতাকা নীচে আসিয়া যাইবে। হে আমার খোদা! আমার ও সা'দউল্লাহ্‌র মধ্যে ফয়সালা কর। অর্থাৎ যে মিথ্যাবাদী তাহাকে সত্যবাদীর সামনে ধ্বংস কর। হে আমার সর্বজ্ঞানী ও সূক্ষ্ম খবর সম্পর্কে জ্ঞাত খোদা! তমি আমার হৃদয়কে ও আমার ভিতরকার গোপন বিষয়সমূহকে দেখিতেছ। হে আমার খোদা! আমি প্রার্থনাকারীদের জন্য তোমারই রহমতের দরজা খোলা দেখিতেছি। অতএব আমি সা'দউল্লাহ্ সম্পর্কে যে দোয়া করিয়াছি উহা কবুল কর। উহা রদ * করিও না, অর্থাৎ আমার জীবদ্দশাতেই তাহাকে লাঞ্ছনার সহিত মৃত্যু দাও।"

কবিতার সকল পঙ্‌ক্তির নীচে আমি অনুবাদ করিয়া দিয়াছি। ইহা পড়িলে প্রতীয়মান হয় যে, এই কবিতায় আমি সা'দউল্লাহ্‌র সহিত মোবাহালা করিয়াছিলাম। সে তাহার পুস্তক 'শেহাব সাকেব' এ মোবাহালাস্বরূপ তাহার জীবদ্দশাতে আমার মৃত্যু চাহিয়াছিল। ইহার মোকাবেলায় আমিও আমার খোদার নিকট ইহা চাহিয়াছিলাম যে, আমাদের দুই জনের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী সে যেন সত্যবাদীর জীবদ্দশাতেই মারা যায়। ইহারই ভিত্তিতে অষ্টম পঙ্‌ক্তিতে এই কথা লিখিয়াছি যে, হে সা'দউল্লাহ্! তুমি আমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছ। অতএব যদি লাঞ্ছনার সহিত তোমার মৃত্যু না হয়, অর্থাৎ যদি তুমি এই মোবাহালার দরুন আমার জীবদ্দশাতেই ব্যর্থ থাকিয়া মারা না যাও তবে আমি মিথ্যাবাদী। চতুর্থ পঙক্তিতে সুস্পষ্টভাবে এই ইঙ্গিতও দেওয়া হইয়াছে যে, সা'দউল্লাহ্ নিউমোনিয়া প্লেগে মরিবে। কেননা ذبحة শব্দটি প্লেগের প্রতি ইঙ্গিত করে এবং ذبحة শব্দটি আরবী ভাষায় ক্ষতকে বলা হয়। নিউমোনিয়া প্লেগের এই অবস্থাই হইয়া থাকে যে, নাড়িভূড়ি ক্ষত হইয়া কাটিয়া যায়। সব চাইতে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, যে যুগে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে সেই যুগে এই দেশে প্লেগের নাম নিশানাও ছিল না। অতএব ইহা ঐ সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী খোদার

---

* টীকা: সা'দউল্লাহ্‌র মৃত্যুতে কেবলমাত্র একটি নিদর্শন নহে। বরং ইহার মধ্যেও তিনটি নিদর্শন আছে—(১) তাহার মৃত্যু সম্পর্কে আমার ভবিষ্যদ্বাণী (২) আমার মৃত্যু সম্পর্কে মোবাহালাস্বরূপ তাহার ভবিষ্যদ্বাণী যে, তাহার জীবদ্দশাতেই আমি মরিয়া যাইব, (৩) তাহার মৃত্যু সম্পর্কে আমার দোয়া কবুল হইয়া গেল।

সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম জ্ঞানের একটি নমুনা। যিনি সা'দউল্লাহ্‌র এই ধরনের মৃত্যুর খবর ঐ সময়ে দিয়াছেন যখন এই দেশ প্লেগ মুক্ত ছিল।

উপরোল্লিখিত কবিতায় খোদাতা'লা এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, আমার জীবদ্দশাতেই লাঞ্ছনা ও অবমাননার সহিত সা'দউল্লাহ্‌র মৃত্যু হইবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হইল এবং নিউমোনিয়া প্লেগ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাহার কাজ সাঙ্গ করিয়া দিল। ১৯০৭ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহেই সে পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু এখানে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠে যে, এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী কেন করা হইয়াছিল এবং কেন তাহার গালিগালাজ সহ্য করা হইল না? ইহার উত্তর এই যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর বার বৎসর পূর্বে তাহার পুস্তক শেহাব সাকেবে সা'দউল্লাহ্ আমার মৃত্যু সম্পর্কে এবং আমার জামাতের 'মুরতাদ' (ধর্মত্যাগী) ও বিক্ষিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করিয়াছিল। এই পুস্তকে সে সুস্পষ্টভাবে লিখিয়াছিল যে, এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী এবং খোদার নামে মিথ্যা কথা বানাইয়া বলে। এই জন্য সে লাঞ্ছনার সহিত মরিবে এবং তাহার জামাত খণ্ড-বিখণ্ড ও বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে এবং সে খুব অশ্লীল ভাষায় আমার বিনাশ হওয়ার খবর দিয়াছিল। ইহা খোদাতা'লার আত্মাভিমান, যাহা তিনি সত্যবাদীদের জন্য পোষণ করেন। তাই তাহার ভবিষ্যদ্বাণীকে তাহারই দিকে ফিরাইয়া দিলেন। হতভাগ্য সা'দউল্লাহ্ তাহার পুস্তকের নাম রাখেন 'শেহাব সাকেব বর মসীহ কায্যাব' যাহার অর্থ এই মিথ্যা মসীহের উপর অগ্নি নিক্ষিপ্ত হইবে * এবং উহা তাহাকে ধ্বংস করিবে। আমার সম্পর্কে ফার্সী কবিতায় ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল। কবিতাটি নিম্নরূপ: (অনিবার্য কারণে মূল এবারত দেয়া সম্ভব হল না। —সম্পাদক)

এই কবিতাটির অনুবাদ এই যে, সে তাহার উল্লেখিত পুস্তকে আমাকে সম্বোধন করিয়া লিখিতেছে যে, খোদার পক্ষ হইতে তোমার জন্য অবধারিত হইয়াছে খোদা তোমাকে পাকড়াও করিবেন এবং তোমার জীবন শিরা কাটিয়া দিবেন। তখন তোমার মৃত্যুর পর তোমার এই মিথ্যা সম্প্রদায় ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদিও মানুষ বলে যে, পরীক্ষা আসিয়া থাকে, কিন্তু অবশেষে তুমি হাশরের দিনে এবং এই পৃথিবীতেও ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ হইয়া মারা যাইবে। ইহার পর لو تقول علينا আয়াত লিখিয়া বলে, তুমি সর্বত্র লাঞ্ছিত হইবে এবং ইহকালে ও পরকালে তোমার জন্য সম্মান নাই।

তাহার এই সকল কথা দ্বারা প্রতীয়মান হয় সে আমার জন্য কি কামনা করিও। তাহার এই কামনা সে হাজার হাজার হাজার আক্ষেপসহ নিজের হৃদয়ে বহন করিয়া লইয়া গেল। এই বিষয়টি ন্যায়-পরায়ণ ব্যক্তিদের জন্য চিন্তা করার ব্যাপার যে, এই উভয় পক্ষের ভবিষ্যদ্বাণী মোবাহালাস্বরূপ ছিল। অর্থাৎ সে আমার মৃত্যুর খবর দিয়া ছিল। সে মনে করিত তাহার জীবদ্দশাতেই অত্যন্ত ব্যর্থতার সহিত আমার মৃত্যু হইবে। আমার মৃত্যুর জন্য সে বহু দোয়া করিত এবং সে বিশ্বাস করিত এইরূপই হইবে। পক্ষান্তরে তাহার ভবিষ্যদ্বাণীর চার

* টীকা: প্লেগও একটি আগুন, যে আগুনে সা'দউল্লাহ্ ধ্বংস হইল।

বৎসর পরে খোদা আমাকে খবর দিলেন যে, সে আমার জীবদ্দশাতেই লাঞ্ছনার মৃত্যু বরণ করিবে এবং এক প্রকারের প্লেগে ধ্বংস হইবে। আমিও আমার ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নের জন্য তাহার মৃত্যুর জন্য দোয়া করিতাম। অবশেষে খোদা আমাকে সত্যবাদী প্রমাণ করিলেন। সে আমার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমার জীবদ্দশাতেই জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহেই মরিয়া গেল। যে আক্ষেপ ও লাঞ্ছনার সহিত সে মরিয়া গেল তাহাকে আন্দাজ করিতে পারে? তাহার এই লাঞ্ছনা ও আক্ষেপ সামান্য ব্যাপার নহে। সে যাহার মৃত্যু চাহিত এবং যাহার জন্য সে তাহার ভবিষ্যদ্বাণী ছাপিয়া প্রকাশ করিয়াছিল, সে কেবল তাহাকে জীবিতই রাখিয়া যায় নাই, বরং লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাহার অনুগত দেখিয়া গেল। যে জামাতের বিনাশ ও বরবাদের জন্য সে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল উহার অসাধারণ ও অলৌকিক উন্নতি সে স্বচক্ষে দেখিয়া লইল। কেবল ইহাই নহে। বরং সে এই দোয়াও করিত যে ان شانئك هو الابتر ইলহামের বিপরীতে সে তাহার অনেক পুত্র দেখিয়া যাইবে। কিন্তু তাহার পুত্র হইয়া মরিতে থাকিল। তাহার এই হৃদয়-বিদারক দুঃখ সে বার বার দেখিল। ان شانئك هو الابتر ইলহামের পর তাহার গৃহে কোন পুত্রের জন্ম হয় নাই। তাহার কেবল ঐ পুত্রই রহিল যাহার জন্ম ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্বে হইয়া ছিল এবং সে অনেক বয়স পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছিল। ছেলে হওয়াতো দূরের কথা, তাহার এখনো বিবাহ সাদীর নামও নাই।

তাহার এই কবিতায় যে মোনাজাত আছে তাহা তাহার এই আক্ষেপ সম্পর্কে যথেষ্ট। উহার শিরোনাম কাযীউল হাজাত (সর্ব প্রকার প্রয়োজন সম্পাদনকারী) বলিয়া লিখিত আছে।

কবিতাটি নিম্নরূপ:

جگر گوشه ها دادی اے بے نیاز ولے چند زاں ها گرفتی تو باز
دل من بنعم البدل شاد کن بلطف از غم و غصه آزاد کن
ز ازواج و اولاد اے ذوالمنن بود هر یکے قرة العین من
جگر پارها دے که رفتند پیش زمهجوری شاں دلم ریش ریش

এই হৃদয়-বিদারক কবিতাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রত্যেকে বুঝিতে পারে যে, পুত্র না হওয়ার দরুন ও মরিয়া যাওয়ার দরুন তাহার হৃদয় কি পরিমাণ আক্ষেপে ভরিয়া গিয়াছিল। উহা হইতে সে মুক্তি পায় নাই। তাহার পুস্তক হইতে প্রমাণিত হয় ১৬ (ষোল) বৎসর পর্যন্ত সে তাহার অনেক সন্তানের জন্য এবং আমার মৃত্যু ও বিনাশের জন্য দোয়া করিতে থাকে। অবশেষে ১৯০৭ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহেই তাহার সকল দোয়া ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়া সে কয়েক ঘণ্টায় লুধিয়ানায় প্লেগে মরিয়া গেল। সে চাহিত না যে, আমার জীবদ্দশায় তাহার মৃত্যু হউক। বরং সে চাহিত যে, তাহার জীবদ্দশায় আমার মৃত্যু হউক। এই ব্যাপারে সে ভবিষ্যদ্বাণীও প্রকাশ করিল। সে চাহিত না যে, আমার ছেলে হউক বা জামাত উন্নতি লাভ করুক। সে অনেক সন্তান চাহিয়াছিল। সে চাহিত না সে আমার সম্প্রদায়কে কেহ সাহায্য করে। কিন্তু তাহার এই সকল ইচ্ছা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল এবং সে এইরূপ লাঞ্ছনার সহিত মরিয়া গেল

যে তাহার কোন বাসনাই পূর্ণ হয় নাই। * আমি তাহাকে বারবার খবর দিয়াছিলাম যে, ان شانئک هو الابتر ইলহামে 'আবতার' এর অর্থ ইহাই যে খোদাতা'লা তাহার জন্য ভবিষ্যতে পুত্রর বংশধারা বন্ধ করিয়া দিবেন এবং তাহার পুত্রও 'আবতার' রূপেই মরিবে। অতএব সে দেখিয়া লইল যে, ভবিষ্যদ্বাণীর সময় হইতে সে বার বৎসর জীবিত ছিল এবং সে দোয়াও করিতে থাকিল, তথাপি যে ছেলে ভবিষ্যদ্বাণীর সময় প্রায় পনর বৎসর বয়স্ক ছিল সে ছাড়া তাহার গৃহে আর কোন ছেলে হয় নাই। সে পুত্রের বিবাহ দিতে পারিল না। এই আক্ষেপও সে সাথে লইয়া গেল। অতএব ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই সকল লাঞ্ছনা তাহার অদৃষ্টে জুটিল।

---

* টীকা :—এখন দেখা উচিত তাহার ব্যর্থতা, আক্ষেপ ও লাঞ্ছনার মৃত্যু দ্বারা কীভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ পরিষ্কার হইয়াছে যে, খোদা তাহাকে লাঞ্ছনার মৃত্যু দিবেন, যেমন এই ঘটনার বার বৎসর পূর্বে তাহার সম্পর্কে আঞ্জামে আথমে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল

ان یتعی خبثا فلست بصادق - ان لم تمت بالخزی یا ابن بغاء

অর্থাৎ হে সা'দউল্লাহ্! তুমি তোমার স্বভাবের নোংরামী দ্বারা আমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছ। এমতাবস্থায় লাঞ্ছনার সহিত তোমার মৃত্যু না হইলে আমি সত্যবাদী নহি। অতএব ইহার চাইতে অধিক লাঞ্ছনা আর কি হইতে পারে যে, সে আমার মৃত্যু চাহিতেছিল, কিন্তু সে আমার জীবদ্দশায় মরিয়া গেল। সে আমার ব্যর্থতা চাহিতেছিল। কিন্তু সে আমার বিজয় ও উন্নতি দেখিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

(১৩ পাতার পর)

করার খেদমত করার উদ্দেশ্যে লণ্ডনে এসেছিলেন আর এখানে অবস্থানের সময়েই তার মা ইন্দোনেশিয়ায় ইন্তেকাল করেন। এর পূর্বে যখন মুনীরুল ইসলাম সাহেব রাবওয়াতে পড়াশুনা করতেন তখন তার পিতা ইন্তেকাল করেছিলেন।

এভাবে হুযূর (আইঃ) মোকাররম মুহাম্মদ হুসেইন সাহেব (মরহুম) মসজিদে মোবারক, রাবওয়ার প্রাক্তন খাদেম-এরও যিকরে খায়ের করেন এবং ডাঃ হামেদউল্লাহ্ খান সাহেবের মা মোহতারেমা আয়েশা বিবি সাহেবার (মরহুমা) যিকরে খায়ের করতে গিয়ে বলেন, তিনি খুবই পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন। পরিশেষে মেজর মুনীর মিনহাস সাহেবের স্ত্রী মোকাররমা রাযিয়া সাহেবারও যিকরে খায়ের করেন। তিনি দাক্ষিণাত্য হায়দ্রাবাদের বিখ্যাত শেঠ মুহাম্মদ আযীম সাহেব ও শেঠ মঈনুদ্দীন সাহেবের বোন সলীমা আপার কন্যা ছিলেন এবং ভরা যৌবনে ছোট ছোট সন্তানদের ছেড়ে ঐশী ডাকে সাড়া দেন। আল্লাহ্তা'লা সকল মরহুমগণকে মাগফেরাত দান করুন এবং দারাযাত ও মর্যাদা বুলন্দ করুন। নামাযে জুমুআ ও আসরের পরে হুযূর (আইঃ এসব মৃত ব্যক্তিবর্গের গায়েবানা জানাযার নামায আদায় করেন।

(১৪-৩-৯৭ তারিখের ইন্টারন্যাশনাল আল্ ফযলের সৌজন্যে)

জুমুআর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

(সংক্ষিপ্তাকারে)

অনুবাদ : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

(২৮শে ফেব্রুয়ারী '৯৬ইং লণ্ডনস্থ মসজিদ ফযলে প্রদত্ত)

আনাবৎ (আল্লাহ্‌র দিকে ঝোঁকা) মানুষকে পাপ থেকে পবিত্র করে। যে মুনীবের (আল্লাহ্‌র) দাসে পরিণত হয় তার জন্য আকাশ থেকে জড় জীবনোপকরণ অবতীর্ণ হয় এবং আধ্যাত্মিক জীবনোপকরণও।

তাশাহহুদ তাআওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠ করার পরে হুযূর (আইঃ) গত খুতবাসমূহের ধারাবাহিকতায় সূরা যুমার-এর আয়াতের উদ্ধৃতিমূলে হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের একটি উদ্ধৃতির আলোকসম্পাতে 'ইয়া ইবাদী'—হে আমার দাসগণ!—শব্দাবলীর ব্যাখ্যা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, যদি তোমরা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ করতে চাও তাহলে ইহা আবশ্যক যে, তাঁর (সাঃ) দাসে পরিণত হও এবং যদি জীবনে তাঁর (সাঃ) দাসে পরিণত হও এবং যদি তা জীবনে তাঁর (সাঃ) দাসত্বের সৌভাগ্য লাভ হয় তাহলে পরে পূর্ববর্তী পাপ যদি পাহাড় সমতুল্যও হয় তাহলে তা দূরীভূত হয়ে যাবে। হুযূর (আইঃ) বলেন, রসূলে করীম (সাঃ)-এর দাস হবার জন্যে ইহা আবশ্যক যে, তাঁর (সাঃ) ওপরে দরূদ পাঠ করো এবং তাঁর (সাঃ) কোন আদেশের অবাধ্যতা করবে না।

হুযূর (আইঃ) বলেন যে, দরূদের মাহাত্মাও ভালবাসার সাথে সম্পৃক্ত। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর দাসত্ব করা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। আর এমন দাসত্ব যে, একটি আদেশও যেন মানুষ অমান্য না করে। ভালবাসাই উহাকে সহজসাধ্য করতে পারবে। হুযূর (আইঃ) বলেন, আঁ-হযরত (সাঃ) খোদা ও বান্দার মধ্যে যোগসূত্র ছিলেন। আর তিনি (সাঃ) খোদার বান্দাগণকে দাস বানিয়ে বানিয়ে খোদার নিকট সোপর্দ করতেন এবং তাঁর (সাঃ) দাসগণ 'ইবাদুর রহমানে' (রহমান খোদার বান্দায়) পরিণত হয়ে যেতেন।

হুযূর (আইঃ) বিভিন্ন আয়াতের উদ্ধৃতির মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, আনাবৎ (আল্লাহ্‌র দিকে ঝোঁকা) মানুষকে পাপ থেকে পবিত্র করে এবং এর ফলে মানুষ আযাব ও শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। হুযূর (আইঃ) বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা বলেন যে, যা

সবচে' সহজসাধ্য ও সবচে' উন্নত শিক্ষা তা গ্রহণ করো। হুযূর (আইঃ) সূরা আল্ মোমেন-এর ১৪-১৫ আয়াতের উদ্ধৃতির মাধ্যমে বলেন যে, মুনীব (যাঁর দিকে ঝোঁকা উচিত) আল্লাহ্‌র বান্দায় পরিণত হয়ে কেবল নেতিবাচক খারাপ প্রভাবসমূহ থেকে রেহাই পাওয়া যায় না বরং যে মুনীবের বান্দার পরিণত হয় তার জন্যে আকাশ থেকে জড় জীবনোপকরণ অবতীর্ণ হয় এবং আধ্যাত্মিক জীবনোপকরণও।

হুযূর (আইঃ) বলেন যে, কুরআন মজীদ থেকে জানা যায় যে, যখন কষ্ট ও শাস্তি এসে যায় তখন খোদাকে ডাকা এবং তাঁর দিকে ঝোঁকা কেবল সাময়িক কল্যাণ পৌঁছাতে পারে।

খুৎবার শেষ দিকে হুযূর (আইঃ) কতিপয় মৃত ব্যক্তির নামায জানাযা গায়েব পড়ার ঘোষণা দেন এবং কয়েক জনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে তাদের 'যিক্‌রে খায়ের' করেন। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম যাঁর নাম নেন তিনি হলেন হযরত মাওলানা নাযীর আহমদ মুবাশ্বের সাহেব (রহঃ)। তিনি নম্র, সহজ-সরল, অনাড়ম্বর জীবন যাপনকারী এবং খোদার পুণ্যবান বান্দা ছিলেন। তাঁর জীবনের এমন সব পর্যায় রয়েছে যা ঐ সময়েও নিদর্শনস্বরূপ ছিলো এবং আজও। তাঁর জন্মের পূর্বে তাঁর কয়েক ভাই-বোন জন্ম নেন কিন্তু তারা একের পর এক মারা যেতে থাকেন। তাঁর জন্মের পূর্বে তাঁর পিতা হযরত মাওলানা গোলাম হাসান সাহেবকে সুসংবাদ দেয়া হয় যে, পুত্র হবে এবং জীবিত থাকবে। হযরত মৌলভী সাহেব ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি কম-বেশী ২৫ বছর পর্যন্ত ঘানা (পশ্চিম আফ্রিকা)-তে কঠিন অসুবিধার অবস্থায়ও ধর্মের সেবার দায়িত্বাবলী খুবই সন্তুষ্টির সাথে পালন করেন। কেন্দ্রে তিনি ইনচার্জ ওকীলে আলা, তাহ্‌রীকে জাদীদের নায়েব সদর, দারুল কাযার নাযেম, ওকীল তালীম এবং আরও কয়েকটি বিশিষ্ট পদে খেদমত করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

হুযূর (আইঃ) মাওলানা নযীর আহমদ মুবাশ্বের সাহেবের 'যিকরে খায়ের' করতে গিয়ে জামাতের বন্ধুগণকে উপদেশ দেন যে, তোমরা রহমান খোদার বান্দায় পরিণত হওয়ার চেষ্টা করো। কেননা, কেবল পুরনো রহমান খোদার বান্দাদের অর্জিত সম্পদ ভাগ করার মাধ্যমে আমাদের দিন কাটতে পারে না।

এভাবে হুযুর (আইঃ) ইন্দোনেশীয়ার মোকাররম ইউসুফ আহমদী সাহেবের স্ত্রী বেগম সলীমা সাহেবারও যিকরে খায়ের করেন। মরহুমার এক পুত্র মুকাররম মুনীরুল ইসলাম ইউসুফ সাহেব ওয়াকফে জিন্দেগী, শাহেদ, জামাতের মোবাল্লেগ, যিনি পবিত্র রমযানের সময়ে হুযূর (আইঃ)-এর কুরআনের দরসের ইন্দোনেশিয়ান ভাষার তরজমা

(অবশিষ্টাংশ ১১ পাতায় দেখুন)

চলতি দুনিয়ার হালচাল

ধর্ম ও নাগরিক অধিকার

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

১৯৯৬ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে দৈনিক সংগ্রামে নিম্নলিখিত খবরটি প্রকাশিত হয়েছে :

পাকিস্তানে কাদিয়ানী মন্ত্রী নিয়োগের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

করাচী থেকে এএফপি : পাকিস্তানে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের একজন সদস্যকে প্রাদেশিক মন্ত্রী করার বিরুদ্ধে গতকাল শনিবার করাচীতে প্রতিবাদ বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।

সুন্নী তেহরিক নামক একটি সংগঠন এই নিয়োগের বিরুদ্ধে ধর্মঘটের ডাক দেয়। ধর্মঘট পালিত হয়নি কিন্তু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে। বিক্ষোভকালে তিনটি যানবাহনে অগ্নিসংযোগ করা হয়। কাদিয়ানী সম্প্রদায়ভুক্ত কানওয়ার ইদ্রীসকে সিন্ধুর প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করার জন্য তেহরিক আন্দোলন করছে।

পাকিস্তানে কাদিয়ানীরা অমুসলমান হিসেবে স্বীকৃত।

কারণ কাদিয়ানী সম্প্রদায় হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)কে শেষ নবী হিসেবে মানে না।

(১-১২-৯৬ তারিখের দৈনিক সংগ্রামের সৌজন্যে)

খবরটি সম্পর্কে কতগুলো বিষয় গভীরভাবে ভেবে দেখার আছে। যেমন কোন দেশের সংখ্যালঘুদের ধর্ম বিশ্বাস তাদেরকে নাগরিক অধিকার হতে বঞ্চিত করতে পারে কি না? যদি বঞ্চিত করা যায় তবে পাকিস্তান এককভাবে এর দাবীদার হতে পারে না। অনেক দেশেই মুসলমান সংখ্যালঘু আছে। তাদের অবস্থার গুরুত্ব না দিয়ে মুসলমান সংখ্যাগুরুরা যদি শুধু নিজেদের দেশের অবস্থা বিবেচনা করে তবে বিশ্ব মুসলিম ঐক্যে মারাত্মক আঘাত হানা হয় না কি?

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যগণ নিজেদেরকে সাচ্চা মুসলমান বলে দাবী করেনও বিশ্বময় তা প্রচার করে থাকেন। তারা কুরআনের সব শিক্ষাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করার জন্য ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে সাধ্যমত বিরামহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কে কোন ধর্ম অনুসরণ করবে তা একমাত্র তিনিই ঘোষণা করতে পারেন। অন্য কেউ তা নির্দ্ধারণ করতে পারে না। এমন কি কোন রাষ্ট্রেরও সে অধিকার নেই, থাকা উচিত নয়। কেননা, ধর্মের ব্যাপারে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হলেন একমাত্র সর্বজ্ঞানী সর্বশক্তিমান

আল্লাহ্। যারা এ অধিকার রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে চান তারা প্রকারান্তরে শিরকী মানসিকতার পরিচয় দিয়ে থাকে। যত নিষ্ঠাবানই হোন না কেন প্রকৃতপক্ষে তারা নমরূদ, ফেরাউনের সহযোগীর ভূমিকাই পালন করে থাকে। ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে তারা এ মোটা কথাটাও হৃদয়ংগমে ব্যর্থ হয়।

আশার কথা হলো ধর্মে বিভ্রান্ত ও অন্ধদের ডাকে জনগণের সাড়া মিলেনি। জানি না এতে উদ্যোক্তাদের চিন্তা চেতনা ও মানসিকতায় পরিবর্তন আসবে কিনা। যানবাহনে অগ্নি-সযোগ দেশের জন্য খুবই ক্ষতিকর। ইহা ইসলামি আদর্শ ও শিক্ষার পরিপন্থী নয় কি? কাদিয়ানীরা 'শেষনবী' মানে না—এটা কোনই অভিযোগ হতে পারে না। কুরআনে আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে বলেছেন: (বাংলা তর্জমা)

> এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের আনুগত্য করিবে তাহারা ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহাদিগকে আল্লাহ্ পুরস্কার দান করিয়াছেন অর্থাৎ নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহগণের মধ্যে। এবং তাহারাই সঙ্গী হিসাবে উত্তম।' ৪:৭০

উপরোক্ত আয়াতে 'এই রসূল' দ্বারা স্পষ্টতই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে আল্লাহ এবং একমাত্র হুযূর (সাঃ)-এর আনুগত্যকারীদের জন্যই নবও-য়তের মহাকল্যাণময় দরজা খোলা আছে। বস্তুতঃ ইহা ইসলামের পূর্ণতার বাস্তব ও অকাট্য দলিলও বটে। ইহা অবক্ষয়ে ভারাক্রান্ত মানবতার জন্য ইসলামের একটি অতীব কল্যাণময় ব্যবস্থা। যদি এমনটি হতো যে, হুযূর (সাঃ)-এর আগমনের পরে মানুষের জন্য অবক্ষয়ের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে তবে আর নবীর আগমনের কোন প্রয়োজন হতো না। অপরদিকে আমরা দেখতে পাই যে, রসূল করীম (সাঃ)-এর উম্মতরাও অবক্ষয়ের চূড়ান্ত পর্যায় পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। তাই উম্মতি নবী নাযেল হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এই শুভাগমনকে বাধা দেয়া বোকামির শামেল হবে। অবক্ষয়কে প্রশ্রয় দেয়া হবে। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, পরবর্তী এক খবরে জানা গেছে সিন্ধের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী বলেছেন যে, জনাব কানওয়ার ইদ্রিস পাকিস্তানের নাগরিক। যোগ্য, সৎ ও কর্তব্যনিষ্ঠ বলে তাঁকে মন্ত্রী সভায় নেয়া হয়েছে। তাঁকে মন্ত্রীসভা হতে বাদ দেয়ার কথাই ওঠে না। এজন্য প্রধান মন্ত্রী ধন্যবাদার্হ। ইসলামের প্রকৃত অনুসারির চরিত্র এরূপই হয়ে থাকে। আহমদীদের সাচ্চা মুসলমান হওয়া যে বৃথা আস্ফালন নয় এরই উদাহরণ হলেন জনাব কানওয়ার ইদ্রিস। আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘায়ু ও সাফল্য দান করুন। আমীন।

আহমদীয়া তবলিগী পকেট বুক

মূল : আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর সাহেব, ফাযেল, প্রাক্তন নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ
ভাষান্তর : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

(২৮তম কিস্তি)

নবম ভবিষ্যদ্বাণী :

কোরিয়া দেশটি একটি উপদ্বীপ। ইহা জাপানের একেবারে সামনা সামনি অবস্থিত। ১৯০৪ সন পর্যন্ত ইহা চীনের অধীনে ছিলো। এর পূর্বে ইহা একটি এত অপরিচিত দেশ ছিলো যে, সাধারণ লেখা পড়া মানুষ এর নাম সম্বন্ধেই অজ্ঞ ছিলো। এ সময়ে আনুমানিক ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে হযরত আকদসের (আঃ) নিকট ইলহাম হয় ;

"এক মাশরেকী তাকত আওর কোরিয়া কী নাযুক হালাত।" (অর্থাৎ একটি প্রাচ্য-শক্তি এবং কোরিয়ার করুণ অবস্থা) (তাযকিরা, ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৫১৮)

কাদিয়ানের ছোট্ট একটি পল্লীতে বসে দুনিয়ার রাজনীতির সাথে অপরিচিত ব্যক্তি, যাঁর কোন বড় শহরের সাথেও যোগাযোগ ছিলো না এ দাবী করেন যে, আমাকে আল্লাহ্‌তা'লা ইলহামের মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, প্রাচ্যে একটি শক্তির জন্ম হবে যার কারণে কোরিয়ার অবস্থা করুণ হয়ে যাবে। তাঁর এ দাবী বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিশ্চয় বিস্ময়কর এবং পূর্ণ হওয়ার দিক থেকে মো'জেযার রূপ পরিগ্রহ করে। ঐতিহাসিকগণ জানেন যে, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বড় বড় সাম্রাজ্য ও শক্তিবর্গ পাশ্চাত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো আর প্রাচ্যে ঐ সময় এমন কোন বৃহৎ শক্তির অস্তিত্ব ছিলো না যা তাৎপর্যের অধিকারী ছিলো বা যাকে শক্তিধর বলে আখ্যা দেয়া যেত। জাপান ঐ সময়ে একটি সামান্য সাম্রাজ্য ছিলো এবং হযরত আকদস (আঃ)-এর এই ইলহামের পরেই ইহাকে প্রাচ্যের একটি বৃহৎশক্তি হিসেবে মেনে নেয়া হচ্ছিলো। রাশিয়া কোন না কোনভাবে কোরিয়াকে কুক্ষিগত করার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু জাপান কোরিয়ার ওপরে তার আধিপত্যকে নিজের ধ্বংস বলে মনে করতো। শেষ পর্যন্ত ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এ কথার ওপরে উভয় রাষ্ট্র অর্থাৎ রাশিয়া এবং জাপানের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেলো। এ সময়ে রাশিয়া এবং জাপানের যুদ্ধ কোন যুদ্ধই ছিলো না বরং চড়াই এবং বাজপাখীর লড়াইর সাথে তুলনা করা যেতে পারতো। কেননা, জাপান রাশিয়ার তুলনায় কোন যোগ্যতাই রাখতো না। কিন্তু খোদাতা'লার কথা পূর্ণ হওয়ারই ছিলো। এ যুদ্ধে দুনিয়ার অনুমান ও হিসেবকে সর্বৈব ভুল প্রমাণিত করে রাশিয়া খুব বড় শক্তিশালী যোদ্ধা হয়েও জাপানের সাথে বিস্ময়কর ভাবে পরাজিত হলো। আর উহার 'মায়ানায' যুদ্ধ জাহাজের বহর জাপান সাগরে ধ্বংস হয়ে গেল। আর এভাবে কোরিয়ার ওপরে

জাপানের দখল স্বীকৃত হয়ে হযরত আকদস (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী—একটি প্রাচ্য শক্তি ও কোরিয়ার করুণ অবস্থা—বড়ই শান ও শওকতের সাথে পূর্ণ হলো।

দশম ভবিষ্যদ্বাণী ঃ রাজপুত্র দিলীপ সিং-এর প্রসঙ্গে

যখন ইংরেজ পাঞ্জাব অধিকার করলো তখন রাজনৈতিক কৌশলগত কারণে রাজপুত্র দিলীপ সিং সাহেবকে ঐ সময়ে পাঞ্জাবের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনে করা হতো। কিন্তু বয়সে ছোট হওয়ার কারণে তাকে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যাওয়া হলো। তাই তিনি সেখানেই রয়ে গেলেন; সেখানেই যৌবনে পদার্পণ করলেন। কিন্তু তাকে হিন্দুস্থানে আসার অনুমতি দেয়া হলো না। এমনকি পাঞ্জাবে ইংরেজ শাসন পুরোপুরি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো। বিপ্লবের পরে দিল্লীর মোগল শাসনও পুরোপুরি মিটে গেল এবং কোন প্রকার ভয় আর থাকলো না। এ সময়ে রাজা দিলীপ সিং পাঞ্জাবে আসার অভিপ্রায় করলেন এবং অনুমতিও পাওয়া গেল। সাধারণ্যে প্রচার হয়ে গেল যে, তিনি শীঘ্রই আসছেন। এ সময়ে হযরত আকদস (আঃ)-কে ইলহামের মাধ্যমে বলা হলো যে, তার অভিপ্রায় পূর্ণ হবে না। সুতরাং তিনি বহু লোককে বিশেষ করে হিন্দুদেরকে এ ব্যাপারে অবহিত করেন এবং ইঙ্গিতে একটি বিজ্ঞাপনও লিখে দিলেন যে, পাঞ্জাবের এক নবাগত নেতা পরীক্ষায় নিপতিত হবেন। অতএব হুযূর (আইঃ) লেখেন ঃ

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারীর বিজ্ঞাপনের মধ্যে লেখা রয়েছে যে, পাঞ্জাব বংশোদ্ভূত নবাগত আমীর-এর সম্বন্ধে ভীতিপ্রদ সংবাদসমূহ·····এর উদ্দেশ্য দিলীপ সিং। এর পরে ইশ্‌তেহার ওয়াযিবুল এযহার-এ লিখেন ঃ "আমি শত শত হিন্দু ও মুসলমানকে বিভিন্ন শহরে বলে দিয়েছি যে, পাঞ্জাব বংশোদ্ভূত ব্যক্তির অর্থ দিলীপ সিং যার পাঞ্জাবে আসার খবর বহুলভাবে প্রচারিত হচ্ছে। পাঞ্জাবে তার বাড়ীতে বসবাস করার আকাঙ্খা পূর্ণ হবে না বরং এ সফরে তার সম্মান, আরাম বা জীবন বিপদের সম্মুখীন হবে। পরিশেষে এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাকে অনেক বাধা-বিপত্তি, দুঃখ কষ্ট ও লাঞ্ছনা এবং লজ্জা-শরমের সম্মুখীন হতে হয়েছিলো এবং তিনি স্বীয় আশা-আকাঙ্খা থেকে বঞ্চিত হলেন।

যখন হুযুর (আঃ) এ ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করলেন এবং বিভিন্ন হিন্দু ও মুসলমানকে ইহা বল্লেন, ঐ সময়ে কারও ইহা ধারণাই হয়নি যে, দিলীপ সিংকে হিন্দুস্থানে আসায় বাধা প্রদান করা হবে বরং এর তুলনায় এ খবর খুব সরগরম ছিলো যে, তিনি হিন্দুস্থানে আসছেন এবং শীঘ্রই পৌঁছুবেন। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে গভর্নমেণ্ট বুঝতে পারলেন যে, রাজা দিলীপ সিং সাহেবকে হিন্দুস্থানে আসতে দিলে সরকারের স্বার্থের পরিপন্থী হবে এবং এথেকে রাজনৈতিক বিপর্যয় ও বিদ্রোহের আশঙ্কা রয়েছে। এ কারণে পথেই তাকে অর্থাৎ এডেন পৌঁছার পরে বাধা প্রদান করা হয়। আর বাধা প্রদানের খবর ঐ সময়ে জানা গেল যখন

লোকেরা ইহা ভাবছিলো যে, তিনি কয়েক দিনের মধ্যেই হিন্দুস্থানে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন। যদিও শিখদের আশা-আকাঙ্খার ওপরে এতদ্দ্বারা কঠিন আঘাত হানা হলো তবুও অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত ও প্রবল প্রতাপান্বিত খোদার প্রতাপ প্রকাশিত হলো এবং তাঁর প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে তাঁর সত্যতার ওপরে মোহরাঙ্কিত করে গেল।

একাদশ ভবিষ্যদ্বাণী : প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মহান ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে একটি ভবিষ্যদ্বাণী হলো ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ঘোষিত প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ সম্বলিত ভবিষ্যদ্বাণী। ইহা নিজস্ব সকল চিহ্নাবলীসহ বড়ই শান ও শওকতের সাথে পূর্ণ হয়। আর আল্লাহ্তা'লার অস্তিত্ব ও হযরত আকদস (আঃ)-এর সত্যতার শক্তিশালী প্রমাণ বহন করে :

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এ ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করা হয়েছিলো। যে ইলহামে এ যুদ্ধের সংবাদ প্রদান করা হয়েছিলো তা এই :

نازہ نشان - نازہ نشان کا دھکہ - زلزلۃ الساعۃ قوا انفسکم - نزلت لک -
لک نری ایات و نھدم ما یعمرون - قل عندی شھادۃ من اللہ فھل انتم مؤمنون -

বঙ্গানুবাদ : কেয়ামতের নমুনাস্বরূপ ভূমিকম্প। নিজেদের প্রাণকে রক্ষা করো। আমি তোমাদের খাতিরে অবতীর্ণ হয়েছি। আমরা তোমার খাতিরে অনেক নিদর্শন দেখাবো। আর যা কিছু তারা নির্মাণ করেছে তা আমরা বিধ্বস্ত করে দেবো।

উপরোক্ত ইলহামসমূহে ঐ ভূমিকম্প বা ভীষণ বিপর্যয়ের যেসব নিদর্শন ও চিহ্নের বর্ণনা করা হয়েছে তাথেকে ইহা প্রমাণিত হয় যে, এতদ্দ্বারা কোন প্রকাশ্য ও সাধারণ ভূমিকম্পের কথা বলা হয় নি বরং এমন সর্বাত্মক বিনষ্টকারী বিপদ-আপদ যদ্বারা সারা দুনিয়াতে ভয়ানক ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠিত হইবে।

হযরত আকদস (আঃ) স্বয়ং এ ইলহামের ব্যাখ্যায় লিখেন :

"যদিও বাহ্যিকভাবে ইহা ভূমিকম্পের প্রতি ইঙ্গিত করে তথাপি সম্ভবতঃ ইহা সাধারণ ভূমিকম্প নয় বরং কোন কঠিন বিপদ-আপদ যা বাহ্যিকভাবে কেয়ামতরূপে প্রদর্শিত হবে যার দৃষ্টান্ত এ যুগ কখনও প্রত্যক্ষ করে নি। আর প্রাণ ও অট্টালিকার ওপরে কঠিন ধ্বংস নেমে আসবে"। (বরাহীনে আহমদীয়া, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২০)

উপরোক্ত ইলহামগুলো ছাড়াও এ সময়েই তাঁর ওপরে এ ইলহামও হলো! কিশতিয়াঁ চলতি হ্যা তা হোঁ কুশতিয়াঁ লঙ্গর উঠা দো (অর্থ : যেন কুস্তি হয় তাই নৌকো চলছে নোঙ্গর তুলে দাও)।

সরাসরি যুদ্ধের দিকে ইঙ্গিত। এ ছাড়াও এই ভূমিকম্প বা ভীষণ বিপদ-আপদের ব্যাখ্যাস্বরূপ হুযুর (আঃ) তাঁর এক নযমেও এভাবেই বলেন। ইহাও সুস্পষ্টভাবে বিশ্ব যুদ্ধের দিকে আরোপিত হয়। হুযুর (আঃ) বলেন :

আজ থেকে কিছু দিন পরে একটি নিদর্শন আসার অপেক্ষায় রয়েছে,
যদ্বারা আবর্তিত হবে গ্রাম, নগর ও মাঠ ।।
আসবে শাস্তি হিসেবে খোদার পক্ষ থেকে সৃষ্টির ওপরে একটি বিপ্লবস্বরূপ,
এক নগ্ন ব্যক্তির পক্ষে পায়জামা পরারও সময় হবে না ।।
এক পলকের মধ্যে এ পৃথিবী হয়ে যাবে ওলট পালট,
পানির ধারার মত রক্তের নদী হবে প্রবাহিত ।।
যে রাত মালতী ফুলের মত রঙ্গীন ছিলো,
পরবর্তী প্রভাত করে দেবে উহাকে চনার বৃক্ষের অনুরূপ ।।
(টীকা—চনার এক প্রকার ফলহীন বৃক্ষ যার পাতা মানুষের হাতের ন্যায়) ।।
মানুষের হুস যাবে উড়ে পাখীরা হবে চেতনাশূন্য,
কবুতর ও বুলবুল তাদের গান যাবে ভুলে ।।
মৃতদের শোণিত দ্বারা পার্বত্য ভূমিকে সিঞ্চন করা হবে,
লোহিত বর্ণ হয়ে যাবে যেভাবে হয়ে থাকে ইনজেবার (ডুমুর জাতীয় ফল) শরাব ।।
উহার ভয়ে সকল জিন্ ও মানব শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে যাবে,
যারও (রাশিয়ার সম্রাট) যদি হয় তাহলে ঐ সময়ে তারও হবে বিলাপরত অবস্থা ।।
শাস্তির একটি দৃষ্টান্ত হবে ঐ রব্বানী (ঐশী) নিদর্শন,
আকাশ আক্রমণ করবে স্বীয় তরবারী উঁচিয়ে ।।
উহাই সত্য কথা নির্দোষভাবে সমুন্নত থাকবে,
কয়েকদিন ধৈর্যধারণ করো মুত্তাকী (খোদা-ভীরু) ও ধৈর্যশীল হয়ে ।।

(বরাহীনে আহমদীয়া : পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২০)

উপরোক্ত সকল ইলহাম ও ভবিষ্যদ্বাণীর ওপরে সার্বিক দৃষ্টি দিলে উজ্জ্বল দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ বিপদ-আপদ, এ ভূমিকম্প ও বিশ্বব্যাপী দুঃখ-কষ্ট দ্বারা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত বিশ্বযুদ্ধ বুঝায়। ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে যে, ঐ ভূমিকম্প কোন বিশেষ এলাকায় আসবে না বরং সারা দুনিয়াকে ঘিরে ফেলবে। এতে বড় বড় যুদ্ধ-জাহাজগুলো ব্যবহৃত হবে, যেগুলোকে নঙ্গর উঠানোর নির্দেশ দেয়া হবে। এ দুঃখ-কষ্ট সাধারণ মনে হবে না বরং কেয়ামতের দৃশ্য দেখাবে যার দৃষ্টান্ত যুগ কখনও প্রত্যক্ষ করেনি। আর

এর ফলে কতক সরকার ধ্বংস হয়ে যাবে। কতক যাবে দুর্বল হয়ে কিন্তু কতক সরকার আরও শক্তিশালী রূপ নেবে। কতক পাহাড়, জনবসতি, পল্লী, শহর, অট্টালিকা, মহল্লা গোলার আঘাতে উড়িয়ে দেয়া হবে। ক্ষেত, বাগান, পশু-পাখী, নদী-সাগর মোটকথা, কোন জিনিষই এ যুদ্ধে নিরাপদ থাকবে না। বড় বড় রাজা-বাদশাহ এমনকি 'রাশিয়ার যার'—যাকে দুনিয়ার একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট হিসেবে মনে করা হয়, তাকেও এ যুদ্ধের ফলে বিধ্বস্ত করে দেয়া হবে। ভূপৃষ্ঠ ওলট পালট হয়ে যাবে। অর্থাৎ, গুলি বর্ষণে ও যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক জিনিষ-পত্র দ্বারা এতে বিরাট বিরাট গর্ত সৃষ্টি হবে। রক্তের নদী প্রবাহিত হবে। অতএব এসব চিহ্নাদি এবং উপস্থাপিত খবর অনুযায়ী ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে জার্মানী এবং মিত্র পক্ষের মধ্যে দৃষ্টান্তবিহীন ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হয় যা সারা জগৎ এবং সারা ভূখণ্ডকে নিজের আয়ত্বাধীন করে নেয়। আর এমন ভয়নক ধ্বংস নেমে আসে যা সকল মানব গোষ্ঠি বরং সকল জীবিত ও প্রাণহীন সত্তার জন্যে বিরাট ভূমিকম্প ও কঠিন আযাবের কারণ হয় এবং এভাবে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এ নিয়তির লিখন পরিপূর্ণ হয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার কারণ হয়।

এ যুদ্ধে সবচে' অধিক স্পষ্ট ও শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, রাশিয়ার সম্রাট যারের অবস্থা বিপর্যস্ত ও তার ভয়ানক পরিণতি যা ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক সঠিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এবং ঐশী লিখন "যার ভি হোগা তো হোগা উস ঘড়ি বাহালে যার"—বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে দুনিয়া নিজ চোখে পূর্ণ হতে দেখেছে। কেননা, রাশিয়ার যারের সাম্রাজ্য বলশেভিকদের হাতে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

(চলবে)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন:

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَسْحِقْهُمْ تَسْحِيْقًا

(আল্লাহুম্মা মায্যিকহুম কুল্লা মুমায্যাকিন ওয়া সাহ্হিক্হুম তাস্হীকা)

অর্থ: হে আল্লাহ্! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।

পত্র-পত্রিকা থেকে

আলজেরিয়ায় ৩২ ব্যক্তিকে জবাই

আলজেরিয়ায় ৩২ জন বেসামরিক লোককে প্রকাশ্য দিবালোকে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে অথবা ছুরি দিয়ে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। অভিযোগে প্রকাশ ইসলামী জঙ্গীরা এই হত্যাকাণ্ড চালায়। একই দিনে ১৩ জন সশস্ত্র ইসলামী জঙ্গীও নিহত হয়। দ্য লিবারেট ও দ্য এল ওয়াতান পত্রিকায় গত শনিবার এ খবর ছাপা হয়েছে। এএফপি এ খবর দিয়েছে।

রাজধানী আলজিয়ার্স-এর ১৫০ কিলোমিটার দক্ষিণে কাসর বুখারির কাছে আওলেদ আন্তার গ্রামে বুধবার ইসলামী জঙ্গীরা এক নতুন হামলায় বেসামরিক লোকদের হত্যা করেছে।

১৩জন জঙ্গীর মধ্যে ৮ জন রাজধানীর ৭০ কিলোমিটার পূর্বে নাকিরিয়ায় এক বোমা বিস্ফোরণে নিহত হয়। তারা বোমাটি বহন করছিল। অপর ৫ জনকে মাদানিয়া জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা অতর্কিত হামলা চালিয়ে হত্যা করেছে।

হজব্রত পালনে বাধাদানকারীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন

—ধর্ম প্রতিমন্ত্রী

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মাওলানা মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম বলেন, মক্কা মোকাররমায় এবার বাংলাদেশী হাজী সাহেবানদের সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজব্রত পালনে বাধাদানকারী এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী মহলকে প্রতিহত করতে মক্কাস্থ সরকারী ও বেসরকারী সামাজিক প্রতিষ্ঠান সময়োচিত ব্যবস্থা নিবে। তিনি গতকাল ঢাকায় সরকার বিরোধী কোন কোন মহল কর্তৃক মক্কায় হাজী সাহেবানদের পবিত্র হজব্রত পালনে বিশৃংখলা ও অব্যবস্থা সৃষ্টিকারী মহলের তৎপরতার ওপর মন্তব্যকালে এ কথা বলেন। তথ্য বিবরণী।

(২৫-৩-৯৭ ইং তারিখের দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকার সৌজন্যে)

"মুক্তিযোদ্ধা-ওলামা সমাবেশ অনুষ্ঠিত"

মওদুদী বাদী জামাত ইসলাম ও মুসলমানের শত্রু

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত নেতারা মওদুদী জামাত-শিবিরকে ইসলাম ও মুসলমানের শত্রু আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যে সকল দেশপ্রেমিক ধর্মপ্রাণ মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের রজত জয়ন্তী উদযাপন এবং মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত-এর উদ্যোগে গতকাল বিকেলে ঢাকাস্থ হাইকোর্ট মাজার শরীফ চত্বরে আয়োজিত এক বিরাট মুক্তিযোদ্ধা ওলামা সমাবেশে বক্তব্যদানকালে সংগঠন নেতারা এ আহ্বান জানান। সংগঠনের প্রেসিডিয়াম সদস্য শাহজাদা সৈয়দ গোলাম মুসাব্বির হোসাইনী চিশতীর সভা-

পতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের মহাসচিব মাওলানা জাকির হোসাইনসহ অন্যান্য নেতারা। উল্লেখ্য যে, সমাবেশের পূর্ব নির্ধারিত স্থান জাতীয় প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে বিএনপির জনসভা অনুষ্ঠিত হওয়ার স্থান পরিবর্তন করে হাইকোর্ট মাজার চত্বরে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

নেতারা বলেন, ইসলামের সঙ্গে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের কোনো বিরোধ নেই।

(২০/৩/৯৭ ইং তারিখের দৈনিক ভোরের কাগজের সৌজন্যে)

ওআইসির বিশেষ শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী
সন্ত্রাস মৌলবাদ অসহিষ্ণুতা ইসলামের পরিপন্থি

কাগজ ডেস্ক : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বিশ্বের কাছে আমাদের অবশ্যই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে যে ইসলাম শান্তি, সহিষ্ণুতা ও সংযমের ধর্ম। সন্ত্রাস, মৌলবাদ ও সহিষ্ণুতা ইসলামের পরিপন্থি। তিনি বলেন, আমাদের বিশ্বাসে সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির কোন স্থান নেই। শান্তির প্রতি আমাদের অঙ্গীকার অবশ্যই পূরণ করতে হবে, ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল ইসলামাবাদে ওআইসি'র বিশেষ সম্মেলনে একথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের লক্ষ্য হতে হবে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর এবং সামাজিকভাবে অগ্রসর ইসলামি উম্মাহ গড়ে তোলা। বিশ্বের প্রতিটি সদস্য দেশে দারিদ্র ও নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের সবাইকে হাত মেলাতে হবে। সম্ভাব্য সকল উপায়ে আমাদের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে এবং আমাদের মধ্যে যাদের উদ্বৃত্ত সম্পদ রয়েছে তারা ইসলামি বিশ্বের কল্যাণে তাদের এই সম্পদ কাজে লাগাবেন।

শেখ হাসিনা বলেন, আজ থেকে দু'দশক আগে ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের প্রথম প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। তার ভাষণে তিনি মুসলমানদের কল্যাণের জন্য উম্মাহ'র ঐক্য ও সংহতির ওপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমাদের লক্ষ্য 'ধ্বংস নয়, সৃষ্টি ; যুদ্ধ নয়, শান্তি' 'মানুষের দুর্দশা বৃদ্ধি নয়, কল্যাণ সাধার।' শেখ হাসিনা সম্মেলনে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, কিন্তু অতি পরিতাপের বিষয় যে আজো মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভক্তি বিদ্যমান। ফলে কোটি কোটি লোক এখনো দারিদ্র পীড়িত। তিনি বলেন, এর ফলে ইসলামি বিশ্বের ভাবমূর্তিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমরা এখন বিংশ শতকের দ্বারপ্রান্তে উপনিত হয়েছি। তিনি ঐক্য সংহতিকে দৃঢ় ও অর্থপূর্ণ করার জন্যে সাত-দফা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান। এগুলো হলো সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক ও

বাণিজ্য সহযোগিতা জোরদার করার জন্যে বিভিন্ন প্রস্তাব ও কর্ম পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা বিধান, অভিন্ন বাজার প্রতিষ্ঠায় চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্যে ওআইসি দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য সুবিধা গড়ে তোলা, উদ্বৃত্ত সম্পদের দেশসমূহ থেকে অপ্রতুল সম্পদের দেশসমূহে উন্নয়ন তহবিল, জনশক্তি ও প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ, উম্মাহর স্বার্থে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক রাজনৈতিক বিষয়গুলোর ওপর সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও এর অবস্থান সংহত করার বাস্তবসম্মত উপায় উদ্ভাবন, সদস্য দেশগুলোর মধ্যে উত্তেজনা প্রশমন ও বিরোধ নিরসনের জন্যে কার্যকর সালিসি ব্যবস্থা ও মধ্যস্থতার উদ্যোগ গ্রহণ, ইসলামি দেশসমূহের মধ্যে উত্তেজনা ও বিরোধ সৃষ্টির কারণগুলো প্রতিরোধের কার্যকর উপায়সমূহ বিস্তৃত করা এবং একবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহর লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে একটি কার্যকর ও দক্ষ সংস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইসলামি সম্মেলন সংস্থার সচিবালয়কে জোরদার করা।

(২৪-৩-৯৭ দৈনিক আজকের কাগজের সৌজন্যে)

পীরের দরবারে বন্দুকযুদ্ধ

আহত ৩০

চট্টগ্রাম ব্যুরো : প্রয়াত পীরের দরবারের দখল ও আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টাকে কেন্দ্র করে ২ দলের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে ৩০ জন আহত হয়েছে। গতকাল বিকেল ৪টায় এ সংঘর্ষ শুরু হয় ফরহাদাবাদ দরবারে মুসাবিয়া এলাকায়। উভয় পক্ষ কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী এ বন্দুকযুদ্ধে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে করে। প্রয়াত পীরের ২ জামাতার সমর্থকরা এ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটায়। আহতদের মধ্যে ৭ জনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

(২/৩/৯৭ তারিখের দৈনিক বাংলাবাজারের সৌজন্যে)

শেষ কলাম

ফতোয়া তালেবান স্টাইল

আফগানিস্তানের ক্ষমতাসীন মৌলবাদিরা সব ধরনের জীবন্ত প্রাণীর আলোকচিত্র তোলা ও সরকার অনিয়ন্ত্রিত সকল সংবাদ প্রকাশনার ওপর পুনরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। তালেবানদের একজন মুখপাত্র গতকাল বার্তা সংস্থা এএফপিকে এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। তালেবানের ভারপ্রাপ্ত তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী মোল্লা আমীর খান মুত্তাকী বলেছেন, 'কোন দৃশ্যের আলোকচিত্র যেমন পাহাড় ও উপত্যকার আলোকচিত্র তোলা যাবে। কিন্তু কোনো জীবন্ত জিনিসের আলোকচিত্র তোলা যাবে না।' আমীর খান আরো বলেন, যে সমস্ত সংবাদিক রণাঙ্গনের সংবাদ সংগ্রহ করছে তারা যুদ্ধ ট্যাংক, গোলাবর্ষণের ছবি তুলতে পারবে। কিন্তু কোনো তালেবান তার কালাশনিকভ থেকে গুলি ছুঁড়ছে এ ছবি তোলা নিষিদ্ধ। একটি আলোকচিত্র হাজারো শব্দের চেয়ে শক্তিশালী এ ধরনের এক প্রশ্নের জবাবে তালেবান

মুখপাত্র বলেন, এটা পশ্চিমাদের ক্ষেত্রে হতে পারে। কিন্তু আফগানিস্তানে আলোকচিত্রের কোনো মূল্য নেই। ইতিমধ্যে তালেবান পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় এএফপিসহ ৩টি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধিকে এ ব্যাপার নোটিস দিয়েছে। এএফপি।

(৩রা মার্চ ১৯৯৭ইং তারিখের আজকের কাগজের সৌজন্যে)

রাগের মাথায় তালাক ও মওলানার একটি ফতোয়া

টাঙ্গাইল থেকে তুহিন খান : টাঙ্গাইল মির্জাপুর থানার মহেড়ার একটি গ্রাম দেওভোগ। এই গ্রামের বাসিন্দা লালচান মোল্লা চার-পাঁচ বছর পূর্বে তার প্রথম স্ত্রী মারা গেলে একই গ্রামের ছুরিয়া বেগমকে বিয়ে করে। বেশ সুখেই কাটছিলো তাদের সংসার জীবন। এর মধ্যে তাদের একটি সন্তান হয়। ছুরিয়া বেগম ব্র্যাক-এর একজন সদস্যা, ব্র্যাক অফিসে সঞ্চয় করে এবং এখান থেকে ঋণ নিয়ে ধানভানার কাজ করে সংসার চালাতো। এই সুখের মধ্যে হঠাৎ করে তার জীবনে নেমে আসে এক করুণ অধ্যায়। দু'মাস পূর্বে সামান্য কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে তার স্বামী রাগের মাথায় তালাক উচ্চারণ করে। এ কথা আশেপাশের লোকজন জেনে যায় এবং সমালোচনা করতে থাকে। এদিকে লালচান মোল্লা তার ভুল বুঝতে পারে এবং তার স্ত্রীকে নিয়ে পুনরায় ঘর সংসার করতে চায়। এমতাবস্থায় সে ওই এলাকার একজন মৌলভী সাহেবের কাছে যায় এবং পুনরায় তারা ঘর সংসার করতে পারবে কিনা তা জানতে চায়। তখন উক্ত মৌলভী মোঃ আবুল মিয়া তার কাছ থেকে ৪০০/ টাকা গ্রহণ করে মির্জাপুর থানা জামে মসজিদের পেশ ইমাম এবং মাওলানা মোঃ আঃ হক নামে দু'জন লোকের স্বাক্ষর-সীলসহ এক ফতোয়া এনে দেয়। ফতোয়ায় লেখা হয় যে, উক্ত ছুরিয়া বেগম লালচান মোল্লার জন্যে হারাম। তাকে পুনরায় স্ত্রী হিসেবে পেতে চাইলে তিন ইদ্দত শেষে অন্যত্র বিয়ে দেয়ার পর দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে সহবাস করে তালাক দেয়ার পর আবার তিন ইদ্দত পালন শেষে উক্ত লালচান মোল্লা বিয়ে করতে পারবে। দু'মাস পর ছুরিয়া বেগম ব্র্যাক অফিসে এসে ওই ফতোয়া দেখায়। অফিস থেকে বলা হয়, দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী রাগের মাথায় মুখে মুখে তালাক কার্যকরি হয় না। এটা অবশ্য ছুরিয়া বেগমও ব্র্যাকের (এইচআরএলই) আইন বিষয়ক ক্লাসে শিখেছে কিন্তু সমাজের ভয়ে তা মুখ ফুটে বলতে পারেনি। গত ৩ মার্চ মির্জাপুর মহেড়া ব্রাক অফিসে মানবাধিকার ও আইন শিক্ষা বিষয়ক এক কর্মশালা ছিলো। স্থানীয় মাতবর, চেয়ারম্যান, ইমাম, স্কুলের শিক্ষক, কাজী এবং সাংবাদিক এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় ছুরিয়া বেগমের বিষয়টি তুলে ধরলে সবাই এর প্রতিবাদ জানায় এবং এ ব্যাপারে আইন অনুযায়ী যে বিধান আছে সে ব্যাপারে সবাই তাদের মতামত ব্যক্ত করে। উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ইমাম সাহেবরা এই ফতোয়ার বিরোধিতা করে দেশে প্রচলিত আইন রয়েছে, রয়েছে পারিবারিক আদালত।

বিভিন্ন সংঠন এখন নারিদের অধিকারের জন্যে কাজ করছে। ব্র্যাক তার সদস্যদের আইন সম্পর্কে সচেতন করার জন্যে মানবাধিকার এবং আইন শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে (১) মুসলিম পারিবারিক আইন, (২) নাগরিক অধিকার রক্ষা আইন, (৩) মুসলিম উত্তরাধিকার আইন, (৪) ভূমি আইন—এই চারটি আইন এক মাসের ক্লাসে শিক্ষাদান করে আসছে। এবারো দেশের গ্রামের গরিব অশিক্ষিত মহিলারা বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। আইন থাকলেও তা বাস্তবায়ন সঠিকভাবে হচ্ছে না। এ ব্যাপারে কর্মশালায় উপস্থিত গণমান্য ব্যক্তিরা বলেন, সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের সহযোগিতা এবং সরকারের কঠোর পদ-ক্ষেপের মাধ্যমে এই আইনের বাস্তবায়ন সম্ভব। প্রয়োজনে মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত বা তদূর্ধ্ব শ্রেণীতে আইনের, বিশেষ করে মুসলিম পারিবারিক আইনসহ চারটি আইনের কিছু বিষয় সংযোজন করা। (৭/৩/৯৭ ইং তারিকের দৈনিক আজকের কাগজের সৌজন্যে)

আশুগঞ্জের গ্রামে ওহাবী-সুন্নী সংঘর্ষে ১০ পুলিশসহ আহত ৫০
মসজিদে আগুন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি : জেলার আশুগঞ্জ থানার খড়িয়ালা গ্রামে ওহাবী ও সুন্নীদের মধ্যে এক সংঘর্ষে গতকাল বৃহস্পতিবার ১০ জন পুলিশসহ অর্ধশতাধিক লোক আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে আশুগঞ্জ থানার ওসি আবু বকর তালুকদার, হাবিলদার বাহারউদ্দিন এবং অপর ৮ জন কনষ্টেবলকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সংঘর্ষের সময় একটি মসজিদসহ ২০টি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। খড়িয়ালা গ্রামে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

পুলিশ জানায়, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি খড়িয়ালা গ্রামের আবদুল কাইয়ুমের বাড়ীতে পবিত্র কোরআন তফসির চলার সময় ওহাবী সম্প্রদায়ভুক্ত মওলানা রহমতউল্লাহ সুন্নী সম্প্রদায়ের পীর মওলানা শওকত আলীর বিরুদ্ধে অশালীন মন্তব্য করেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে শওকত আলীর লোকজন রহমতউল্লাহকে গালিগালাজ করে। এর জের ধরে ওহাবী সম্প্রদায়ের লোকজন মওলানা শওকতের বাড়ি ও ১টি মসজিদসহ তাদের ২০টি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় ওহাবীরা সুন্নীদের ওপর চড়াও হয়ে তাহাদের মারধর করতে থাকে। এতে সুন্নী সম্প্রদায়ের ১৩ জনসহ প্রায় ৪০ জন আহত হয়।

খবর পেয়ে জেলার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট শেফাউল করিম এবং সদর থানা সার্কেলের এএসপি শহীদুর রহমানের নেতৃত্বে একদল পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে প্রায় ৫ হাজার গ্রামবাসী পুলিশের ওপর হামলা চালায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ রাবার বুলেট ও কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। এ সময় ১০ জন পুলিশ আহত হয়।

(৭/৩/৯৭ ইং তারিখের দৈনিক ভোরের কাগজের সৌজন্যে)

হুজুর সাঈদাবাদী বলেন 'অনেক হইছে, আর আসুম না কলকাতায়'

কলকাতা প্রতিনিধি: কলকাতায় আটক ও পরে জামিনে মুক্ত হুজুর সাঈদাবাদী গতকাল শুক্রবার এখানে বলেছেন, 'অনেক হইছে, কলকাতায় আর আসুম না।' বিজ্ঞাপন আইন লংঘনের অভিযোগে গত ২১ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার হুজুর সাঈদাবাদীকে কলকাতা পুলিশ গ্রেপ্তার করে। মঙ্গলবার আদালত তাকে জামিন মঞ্জুর করেন।

গতকাল গোয়েন্দা দপ্তরে হুজুরের হাজিরার দিন। সন্ধ্যায় লালবাজারে হাজিরা দিতে এলে সাংবাদিকরা তাকে ঘিরে ধরেন। এ সময় হুজুরের সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশের একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক। বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে হুজুর বলেন, ভক্তরা বিজ্ঞাপন দেয়। তারা জানায়, আমি আইছি। তারা যে এতো ক্যাপা, তা জানুম কেমনে? আর আসুম না কলকাতায়।' পরে তিনি হীরা হোটেলে চলে যান।

ওদিকে গোয়েন্দা প্রধান ড, নজরুল ইসলাম বলেছেন, হুজুরের পাসপোর্টে যে পরিমাণ ডলারের উল্লেখ আছে, তা থেকে বেশী ডলার তার কাছে পাওয়া গেছে। তার কাছে বাংলাদেশী ও ভারতীয় মুদ্রাও পাওয়া গেছে। ডলারও তিনি খরচ করেননি। গোয়েন্দা প্রধান বিষয়টি এনফোর্সমেন্ট বিভাগকে জানিয়েছেন। তারা হুজুরের পাসপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে।

সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ বাড়ার আশঙ্কা
লাহোর মসজিদে গুলি ও ভ্যান-বোমা বিস্ফোরণ
৫ জন নিহত

পাকিস্তানের বৃহত্তম প্রদেশ পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে এক মসজিদে গুলিবর্ষণ ও অপর এক বিস্ফোরণের ঘটনায় ৫ ব্যক্তি নিহত হওয়ার পর সেখানে সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ বৃদ্ধির আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। পুলিশ জানায়, গত বুধবার অজ্ঞাত পরিচয় বন্দুকধারীরা লাহোরের একটি প্রধান মসজিদ থেকে নামায পড়ে বের হওয়া মুসল্লিদের উপর অতর্কিত গুলিবর্ষণ করলে দুজন নিহত ও অপর ৪ জন আহত হয়। এ ঘটনার ঘন্টাখানেকের ভিতরে লাহোর রেলওয়ে ষ্টেশনের সামনে একটি ভ্যানে এক বোমা বিস্ফোরণে ৩ জন নিহত ও ২০ জনেরও বেশী মানুষ আহত হয়। এএফপি।

কর্তৃপক্ষ বলেছেন, ভ্যান-বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার পিছনে 'বিদেশের' হাত থাকতে পারে। দৃশ্যতঃ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের প্রতি ইঙ্গিত করেই এ উক্তি করা হয়েছে। অপর দিকে সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে সুন্নী মুসলিমদের 'মসজিদ-ই-শুহাদা'য় হামলা চালানো হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। (১/৩/৯৭ ইং তারিখের ভোরের কাগজের সৌজন্যে)

কথিত আধ্যাত্মিক সাধক হুজুর সাঈদাবাদী সম্পর্কে বিজ্ঞান চেতনা পরিষদের বিবৃতি

আমাদের দেশের কথিত 'আধ্যাত্মিক সাধক, হুজুর কেবলা, পীরবাবা, নানা অলৌকিক কেরামতির আধার হুজুর সাঈদাবাদী ভারতের কলকাতায় গ্রেফতার হয়েছেন। তার আরও পরিচয় আছে। সেগুলো যথাক্রমে নিঃসন্তান নারীর গর্ভে সন্তান দান, আশ্চর্য পাউডার উৎপাদন, চাকরি পদোন্নতি, নানাবিধ বৈষয়িক উন্নতি ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে তার বিস্ময়কর প্রাপ্তিযোগ করার ক্ষমতা প্রয়োগের কথা তিনি ও তার আশ্চর্য পাউডারের মাহাত্ম্য প্রচারের সর্বোচ্চ প্রচারিত দৈনিকে মডেল হিসেবে মুখ দেখিয়েছেন তৎকালীন উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধান-মন্ত্রী, আধা ডজন মন্ত্রীসহ দেশের অনেক নামীদামী ব্যক্তিরা।

হুজুর সাঈদাবাদীর যাবতীয় কেরামতি যে প্রতারণাপুর্ণ তা বিভিন্ন সময় অল্প দু'একটি প্রত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তথ্য প্রমাণ আমরা বেশ ক'জন সংশ্লিষ্ট নারীর নিকট থেকে সরাসরি সংগ্রহ করেছি। আমাদের অনুতাপ এখানে যে, এমন একজন প্রতারক সমাজে কিভাবে দোর্দণ্ড প্রতাপে তৎপর থাকে এবং প্রশাসন থাকে নিঃশ্চুপ। আর তার অলৌকিক কেরামতির দায়ে ভিন দেশে গিয়ে গ্রেফতার হন। এই প্রতারক হুজুরসহ অন্য সকল প্রতারকদের ব্যাপারে আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুসন্ধান করে যোগ্য দণ্ড বিধানের অনুরোধ জানাই।

(২৩শে ফেব্রুয়ারী '১৭ তারিখের দৈনিক আজকের কাগজের সৌজন্যে)

আদালতে ভুল তথ্য হুজুর কের গ্রেপ্তার

আজকালের প্রতিবেদন : খোদ আদালতকে হুজুর সাঈদবাদী ভুল তথ্য জানিয়েছেন এই অভিযোগ এনে কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশ আজ বুধবার মুখ্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে রিপোর্ট পেশ করেছে। উল্লেখ্য সুপ্রিম কোর্টের এক নির্দেশে বলা হয়েছে আদালতকে কেউ ভুল তথ্য জানালে গ্রেফতার করে জেলে ভরতে যেন দ্বিধা না করা হয়। তদ-ন্তকারী গোয়েন্দা অফিসারদের বক্তব্য গত ১লা মার্চ ডিম-কলা দিয়ে নিঃসন্তান দম্পতিকে সন্তান 'পাইয়ে দেওয়ার' বুজরুক হুজুর সাঈদাবাদী মুখ্য মেট্রোপলিটন ম্যজিষ্ট্রেটের এজলাসে ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন। তাঁর পক্ষের আইনজীবী ওই দিন আদালতে জানান যে ৩ মার্চ তাঁর মক্কেল হুজুরের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিচারক তাঁর রায়ে বলেন, পুলিশ যেন ওই ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে সহযোগিতা করে। এছাড়া বাজেয়াপ্ত পাসপোর্ট ও দেশি-বিদেশী মুদ্রা যেন তদন্তের জন্য এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এদিকে হুজুরের পাসপোর্ট দেখে জানা গেছে, এক মাসের ভিসা

নিয়ে বাংলাদেশের নাগরিক হুজুর এ দেশে এসেছিলেন। ভিসার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ১৪ মার্চ ৩ মার্চ নয়। এই ভুল তথ্য যে হুজুর আদালতে জানিয়েছেন তা উল্লেখ করে গোয়েন্দা পুলিশ বুধবার বিচারকের কাছে রিপোর্ট পেশ করছে। এদিকে মঙ্গলবার আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের এসিষ্ট্যান্ট ডিরেক্টর এস এল হালদার হুজুরের বাজেয়াপ্ত হওয়া পাসপোর্ট ও দেশি-বিদেশি মুদ্রা কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশের কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন। (৫-৩-৯৭ তারিখের দৈনিক আজকালের সৌজন্যে)

মন্তব্য প্রতিবেদন

শিখা চিরন্তন নিয়ে মৌলবাদীদের নয়া ফতোয়াবাজি

আনিস আলমগীর

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতার স্মারক 'শিখা চিরন্তন' স্থাপিত হতে না হতেই মৌলবাদী শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠেছে এর বিরুদ্ধে। দীর্ঘ দিন দেশে অশান্তি সৃষ্টির জন্যে তারা ইস্যু সংকটে ভুগছিলো। কিন্তু গত ২৬ মার্চ '৯৭ তিন বিদেশী রাষ্ট্র প্রধানের উপস্থিতিতে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের যে স্থানটিতে পাকবাহিনী ১৯৭১ সালে পরাজয় বরণের স্বাক্ষর রাখেন সেই স্থানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিখা চিরন্তনকে স্থায়ীভাবে স্থাপন করলে তারা বলা যায় নতুন একটা ইস্যু পেলো। ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের জন্যে এই ইস্যু নিয়ে ২৭ মার্চ প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশে বক্তৃতা করেন ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন নেতা চরমোনাই পীর মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ ফজলুল করীম এবং ২৮ মার্চ বায়তুল মোকাররমের সামনে সমাবেশ শেষে শিখা চিরন্তন অভিমুখে মিছিল করেন খেলাফত মজলিসের আমীর শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক।

চরমোনাই পীর তার বক্তৃতায় বলেছেন, 'এ সরকার মুশরিক বন্ধু ভারতের নির্দেশে দেশে অগ্নিপূজার সংস্কৃতি চালু করেছে। তিনি সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে শিখা চিরন্তন সরিয়ে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণের দাবি জানিয়ে বলেন, 'তা না হলে তৌহিদী জনতা তা উপরে ফেলে মসজিদ নির্মাণ করবে।' অপরদিকে শায়খুল হাদিস তার বক্তৃতায় বলেছেন, 'শিখা প্রজ্বলনের বিষয়টি নিছক রাজনৈতিক ইস্যু নয়, বরং একটা মৌলিক দ্বীনী বিষয়। এর প্রতিবাদ করা দলমত নির্বিশেষে সকল মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। স্বাধীনতা ও মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি ধরে রাখার জন্যে শিখা চিরন্তন জ্বালিয়ে অগ্নিপূজা করা মেনে নেয়া যায় না।'

শিখা চিরন্তনকে তারা অগ্নিপূজা হিসেবে দেখছেন বলা যায়, তারা জেনে শুনেই দেশে গোলমাল পাকাতে চান। কারণ শিখা চিরন্তন কোনো ধর্মীয় বিষয় নয় সংস্কৃতির অংশ মাত্র। যেখানে একটি জাতির জীবন প্রদীপ জ্বলেছে তার চিহ্ন স্মরণীয় করে রাখার

জন্যেই এই প্রদীপের জন্ম। এতে কেউ পূজার মতো অর্ঘ প্রদান করেন না। এ ধরনের একটি বিষয়কে ধর্মীয় বিষয় হিসেবে তুলনা করতে পারে শুধু মতলববাজরাই। সেই মতলবের অংশ হিসেবে উল্লেখিত নেতারা শিখা চিরন্তনকে ধর্মীয় প্রলেপ দেয়ার চেষ্টা করছেন। অথচ ধর্মীয় নেতা দাবিদার চরমোনাই, শায়খুল হাদিসসহ এদেশের ওলামায়ে কেরামকে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের (সাঃ) কাছে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে শুধু এ কারণেই যে বাংলাদেশের জমিনে শ' শ' পীর মাশায়েক-এর মাজার সৃষ্টি হয়েছে—যেখানে লাখ লাখ মুসলমানেরা অর্ঘ নৈবদ্য প্রদান করে শির্ক করছেন। নিজেদের আশা আকাঙ্খা পূরণের জন্যে প্রার্থনা করছেন। পীর মাশায়েকরা তাদেরকে মুশকিল খোসা (দুঃখ দূরকারী) এবং হাযত রাওজা (আশা পূর্ণকারী) দাবি করছেন। অথচ এই দুই গুণের মালিক ধরা হয় একমাত্র সৃষ্টিকর্তাকে। যে দেশের পীর সাহেবরা সহজ, সরল, নির্বোধ মুসলমানের ঈমান এমনিভাবে নষ্ট করে দিচ্ছেন সেখানে হক্কানী ওলামায়ে কেরামদের জন্যে তাদের কথিত জেহাদ করছেন? শিখা চিরন্তন জ্বালানোকে বলছেন শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে শিরক।

চরমোনাই পীর সাহেব এবং শায়খুল হাদিস সাহেবকে সবিনয়ে বলা দরকার আপনারা দু'জনই জানেন চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডারের পীরকে তামিজি সেজদা দেয়া হয়। মুঘল সম্রাট আকবর যখন তার দরবারে তামিজি সেজদার রেওয়াজ প্রবর্তন করেছিলেন তখন হযরত শেখ আহাম্মদ সীরহিন্দ মুজাদ্দেদে আল ফেচানী (রাঃ) তার বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতে তুলকালাম কাণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন। আকবর তাকে গোয়ালীয়রের দূর্গে কারারুদ্ধ করেছিলেন সত্য কিন্তু জাহাঙ্গীর এসে দ্বীন-ই-এলাহী ও তাজিমি সেজদার রেওয়াজ বাতিল করতে বাধ্য হন।

আপনাদের জানা উচিত ফরিদপুরের আট রশির পীর সাহেবের দরবারে ছেমার অনুষ্ঠান (ধর্মীয় গান) হয়। সেখানে এক ছেমায় বলা হয় 'বাবা তুমি কাশী, তুমি কাবা। আপনারা যেসব পীর এ ধরনের ছেমা, ওরস ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আল্লাহর জমিনে ছোটো ছোটো প্রতিদ্বন্দ্বী আল্লাহ সৃষ্টি করছেন তার বিরুদ্ধে জেহাদ না করে শিখা চিরন্তনের মতো ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিষয় নিয়ে মাতলেন কোন মতলবে? কেন আপনারা চুপ থাকেন সাঈদাবাদীর পীরের ডিমের মাধ্যমে মানুষের বাচ্চা জন্মের রহস্যের বিরুদ্ধে?

তাছাড়াও মনে হয় দেশে এ ধরনের শিখার বিরুদ্ধে আপনারা প্রথমবারের মতো গণ্ডগোল পাকাচ্ছেন। ইতিপূর্বে ক্যান্টনমেন্টে স্থাপিত 'শিখা অনির্বাণ' নিয়ে কোন টু শব্দ করেননি।

কিছুদিন আগেও আপনারা সক্রিয় ছিলেন কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে। তাদেরকে কাফের ফতোয়া দিয়েছেন। কিন্তু হযরত হাফেজ্জী হুজুর, শামসুল হক ফরিদপুরী,

(অবশিষ্টাংশ ৩২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঈমানবর্দ্ধক এক চমকপ্রদ ঘটনা

(আল্লাহ্‌তা'লার ঐশী সাহায্যের নমুনা ও ঝং শহরে খোদায়ী নিদর্শন)

ভাবানুবাদ—ডাঃ শেখ হেলাল উদ্দিন আহমদ

কোন এক কালে মালকানা এলাকায় যখন হিন্দুদের পক্ষ থেকে শুদ্ধি আন্দোলন চালানো হয়, তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী আল মুসলেহ মাওউদ (রাযিঃ) মুসলমানদের সার্বিক উন্নতি ও আর্থিক স্থীতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য চালু রাখা ও প্রসারিত করা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে, হযরত মাওলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেবকে এক কর্মসূচীর মাধ্যমে সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ঝং শহরে প্রেরণ করেন। সেখানে আল্লাহ্‌তা'লার এক ঐশী সাহায্যের বিকাশ ঘটে। হযরত মওলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেব বলেন: আমি অবস্থার প্রেক্ষাপট চিন্তা করে ঝং শহরে পৌঁছে প্রথম কোন আহমদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সমীচীন মনে করি নি। শহরের কতিপয় লোকের সাথে যোগাযোগ করে প্রথম জানতে চাই যে, অত্র এলাকায় স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ও প্রতাপশালী ব্যক্তি কে? আমাকে জানানো হয় যে, মিয়া শামসুদ্দীন সাহেব। তিনি মিউনিসিপালিটির একজন কমিশনার। অতঃপর আমি তার আবাসিক ঠিকানা সংগ্রহ করে সেখানে গিয়ে পৌঁছি। মিয়া শামসুদ্দীন সাহেব তখন নিজ এলাকার সর্বস্তরের লোকজন নিয়ে বড় একটি কামরায় মিটিং করছেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকের সামনে একটি করে হুক্কা রাখা আছে। মিয়া শামসুদ্দীন সাহেবও হুক্কা পান করছেন। তার হুক্কাটি ছিল রূপার পাত দ্বারা বাঁধানো। মজলিসের নিকট পৌঁছতেই মিয়া শামসুদ্দীন সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথা থেকে তশরীফ এনেছেন? উত্তরে আমি বললাম, কাদিয়ান থেকে এসেছি। আমি একজন আহমদী। তিনি আমার উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন। আমি আমার প্রিয় ইমামের উদ্ধৃতি দিয়ে সংক্ষেপে আর্য সমাজীদের শুদ্ধি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের আর্থিক দুরবস্থা দূরীকরণ ও বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, তা সংক্ষেপে বল্লাম। মুসলেহ মাওউদ (রাযিঃ) পত্রিকায়ও ঐ পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন বলে জানালাম। মিয়া শামসুদ্দীন সাহেব আমার বক্তব্য শুনে বললেন, আপনার উদ্দেশ্য তো মহৎ, তবে কোন কাদিয়ানীকে এখানে বসতে বলা তো দূরের কথা, দাঁড়াবারও অনুমতি দেয়া যেতে পারে না। তখনও আমি আমার মুকাদ্দাস ইমামের প্রোগ্রাম তার নিকট পৌঁছে দিয়ে মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণ ও সহানুভূতির কথা বলতে লাগলাম। কিন্তু তিনি আমার কথায় মনোযোগ না দিয়ে অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে একজন চিকিৎসকের সাথে কথা বলতে লাগলেন। প্রসঙ্গক্রমে চিকিৎসক, যিনি পূর্ব থেকে এই মজলিসে উপস্থিত

ছিলেন, বল্লেন : চিকিৎসা বিদ্যা এক সুনিশ্চিত বিশ্বাসযোগ্য বিদ্যা। তার এহেন উক্তি শুনে বললাম, এখনতো আমি যাচ্ছি, এ বিষয় নিয়ে বিতর্কের সুযোগ ও সময় নেই তবে এতটুকু বলতে চাই যে, আফ্‌লাতুনের একটি মতবাদ (Theory) যা মুসলমান বিজ্ঞানীরাও সমর্থন করেছেন, তা হলো, রোগীদের চিকিৎসা অন্ধকারে তীর নিক্ষেপের ন্যায় হয়ে থাকে। কখনও লক্ষ্য স্থলে পৌঁছে কখনও লক্ষ্যচ্যুত হয়। সুতরাং চিকিৎসা বিদ্যাকে নিশ্চিত বিশ্বাসযোগ্য বলা ঠিক নয়।

আমি তখনও এই প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতেই ছিলাম, এমন সময় মিয়া শামসুদ্দীন সাহেবের অন্দর মহল থেকে খবর এলো যে, তার এক মেয়ে যে আট মাসের গর্ভবতী, সেই মেয়েটি জটিল অবস্থার সম্মুখীন, প্রচুর বমি করছে, তাড়াতাড়ি অন্দর মহলে যেতে বলা হয়েছে।

এ দিকে আমিও বিদায় হবো, তখন পাঞ্জাবী ভাষায় বললাম, "আচ্ছা তান্তী দাস্তে ভালে আওর উছি চান্দে ভালে"। এ কথা বলে যখন আমি এক দুই কদম আগে বাড়ছি, তখন মিয়া শামসুদ্দীন সাহেব বললেন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আর যদি এমন অবস্থার কোন চিকিৎসা আপনার জানা থাকে তা হলে বলুন। আমি বললাম, গর্ভবতী মেয়েদের এমন অবস্থার চিকিৎসা হচ্ছে এই যে, ৭টি বটপত্র (শুকনো) নিয়ে পুড়ে ছাই করে মসৃণ পাউডার করতঃ এক চীনা মাটির পাত্রে আধা পোয়া কিম্বা তিন ছটাক পানিতে ভাল রূপে মিশিয়ে ঝাঁকি দিয়ে পান করালে বমি বন্ধ হবে এবং আরোগ্য লাভ করবে, ইনশাল্লাহ্। আমার পরামর্শ মোতাবেক তিনি তা-ই করলেন। পানি পান করার সাথে সাথে বমি বন্ধ হয়ে গেল এবং রুগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। যখন তিনি এই আশ্চর্য ঘটনা দেখলেন, তখন তাড়াতাড়ি লোক পাঠিয়ে আমাকে অপেক্ষা করতে বললেন। আমি থেমে গেলাম। কিছু-ক্ষণের মধ্যে মিয়া শামসুদ্দীন সাহেব এসে আমাকে বললেন, ধন্যবাদ আপনাকে। আমার এই সামান্য চিকিৎসার খুব তা'রীফ করলেন এবং বললেন, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি না বুঝে কথা বলেছি মনে কিছু নিবেন না। আপনি আমার এখানে সাদরে আমন্ত্রিত। আপনার প্রোগ্রামের সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা পাবেন। আপনি আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। আপনার থাকা খাওয়া ও অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দিব, ইনশাল্লাহ্। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এই প্রতিশ্রুতি আমি দিলাম। আমি বললাম, আপনি তো আমার দাওয়াত প্রথমেই প্রত্যাখান করেছেন, যা জাতীয় স্বার্থের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল। এখন আপনি আমাকে দাওয়াত দিচ্ছেন। মিয়া সাহেব বললেন, আমি আশা করি আমার ধৃষ্টতা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আমি প্রতিদিন শহরে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে মুসলমানদেরকে একত্রিত করার আয়োজন করব। আপনার মহৎ উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে

উদ্যোগ গ্রহণ করব। অতপর মিয়া শামসুদ্দীন সাহেব তার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রতিদিন বিভিন্নস্থানে সভা সমাবেশের আয়োজন করেছেন। আর আমি তাঁরই সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখছি। মিয়া শামসুদ্দীন সাহেবও পরিস্থিতি সামনে রেখে মূল্যবান বক্তৃতা করছেন।

এহেন সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে, লোকজন সমাবেশে বেশী বেশী করে যোগদান করতে শুরু করে। এভাবে মুসলমানেরা স্বতস্ফূর্তভাবে দোকান পাট খুলতে শুরু করলো। এমন কি ৮০ টির মত নতুন দোকানও খোলা হলো। পুরাতন দোকানদারেরাও পূর্বের চাইতে আরও ভালভাবে ব্যবসা-চালু করতে সক্ষম হল। যেখানে আমার কর্মসূচীর সাফল্যের কোন আশাই ছিল না, খোদাতা'লার তরফ থেকে আশ্চর্যজনকভাবে মির্যা সাহেবের মেয়ের সামান্য চিকিৎসার ফলে এবং আরোগ্য লাভের কারণে এমন ফল প্রকাশ পেল যে, যেখানে তার দরবারে বসা তো দুরের কথা, দাঁড়াবারও অনুমতি ছিল না বা তাঁর সহ্য হচ্ছিল না, সে স্থলে প্রায় দুই সপ্তাহ কালের মত সেই ব্যক্তিই গর্বের সাথে মেহমান নেওয়াজী করেন এবং আরও কিছু দিন অবস্থান করার জন্যও আবদার করেন। এই সুবাদে খোদাতা'লার ফযলে এমন সাফল্য লাভ হলো যে, সমস্ত হিন্দু সমাজ থতমত খেয়ে সরকারী কর্মকর্তাদের নিকট টেলিফোন টেলিগ্রাম করে বলতে শুরু করল যে, এই কাদিয়ানী মৌলভীর এহেন কর্ম তৎপরতা বন্ধ করা হোক এবং তাকে বাধা দান করা হোক।।

(এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, যেন নিরাশার আঁধারে হে খোদা ! তুমি জ্বালিয়ে দিলে আশার আলো—অনুবাদক। (হায়াতে কুদসী, তৃতীয় খণ্ড, ২১-২৫)

(মাসিক আনসারুল্লাহ্ মার্চ '৯৫ সংখ্যার সৌজন্যে)

(২৯ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

মুফতি দীন মুহাম্মদ ও মুফতি ফয়জুল্লাহর মতো ১০১জন হক্কানী আলেমেরা দস্তখত করে মওদুদীর অনুসারিদের কাফের ফতোয়া দিয়েছিলো। অথচ আপনারা মওদুদীর অনুসারি জামাত শিবিরকে আজ পর্যন্ত কাফের ঘোষণার কোন দাবী উত্থাপন করেননি। বরং মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে আপনারা দোস্তি করেন। জানিনা আপনারা আপনাদের মুরব্বীদের সেই ফতোয়া প্রত্যাহার করেছেন কি না ? জামাত শিবির প্রকাশ্য তওবা করে কলেমা পড়েছে বলে তো কোনো নজির নেই। নাকি সত্যি সত্যি দেশের জনগণ বুঝবে যে আপনারা ধর্মের ফতোয়াবাজি আর গোলমাল পাকানোর ওস্তাদ। সত্যিকার ধর্মীয় ইস্যু আপনারা দেখেও একচোখা।

(২৯-৩-৯৭ তারিখের দৈনিক আজকের কাগজের সৌজন্যে)

এম, টি, এ, ডাইজেস্ট

(১-১৫ই মার্চ, ১৯৯৭)

সংকলন—আব্দুল্লাহ্ শামস্ বিন তারিক

জুমুয়ার খুৎবায় 'ইবাদুর রহমান'-এর বৈশিষ্ট্য এবং পরিবারের তরবীয়তের উপর আলোকপাত ঃ

৭ই মার্চের খুৎবায় হুযূর (আইঃ) রহমান (পরম করুণাময়) খোদার বান্দাদের বা ইবাদুর রহমান-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেন এবং বলেন যে, এঁরা কাউকে হেয় জ্ঞান করে বিদ্রূপের হাসি হাসে না, রাতে আল্লাহ্র দরবারে নত হন আর মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে থাকেন।

১৪ই মার্চ হুযূর (আইঃ) "রাব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াজেনা.....দোয়াটির আলোকে পরিবারের তরবীয়তের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন যে, ফলাফল এই হওয়া উচিত যেন স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানগণ একে অপরের দৃষ্টির প্রশান্তির কারণ হয়।

ঘানার তবলীগি প্রচেষ্টায় অসাধারণ সাফল্যের সুসংবাদ ঃ

৯ই মার্চের 'মুলাকাত' অনুষ্ঠানে ঘানার কয়েকজন আহমদীর উপস্থিতিতে হুযূর (আইঃ) বলেন যে, গত বছর ২ লক্ষাধিক বয়াতের পর এ বছর ইতোমধ্যেই ঘানায় বয়াতের সংখ্যা ২ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। বয়াতকারীদের মধ্যে ঘানার স্পীকার (যিনি সরকারী দলের প্রধানও), ডেপুটি স্পীকার, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং বিরোধী দলীয় প্রধান বা উপপ্রধান অন্তর্ভুক্ত।

হুযূর (আইঃ) ঘানাকে আফ্রিকার প্রথম আহমদী মুসলিম রাষ্ট্র হওয়ার গৌরব অর্জনের জন্য চেষ্টা করতে বলেন। হুযূর (আইঃ) এ-ও বলেন যে, নাইজেরিয়া সহ অন্যান্য আফ্রিকান দেশকেও তিনি একই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে বলছেন।

হুযূর (আইঃ) মৌলানা নযীর আহমদ মুবাশ্শের মরহুম এর স্মৃতিচারণ করে বলেন যে, এরকম ব্যক্তিরা এক সময় ছিলেন বলেই আজ এরূপ ফযল অবতীর্ণ হচ্ছে। তাঁর মত কুরবানী আজকালকার ওয়াক্ফে জিন্দেগীগণ করতে পারবেন না। তিনি আল্লাহ্র এত নৈকট্যপ্রাপ্ত ছিলেন যে, একবার মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে কিছু লোক বিদ্রূপ করলে তিনি দোয়া করে আল্লাহ্র নিকট সংবাদ পেয়ে জানিয়ে দেন যে, আগামীকাল বা অমুক দিন এখানে ভূমিকম্প হবে আর তাই হয়ে যায়।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আলোকপাত ঃ

৭ই মার্চ প্রচারিত 'লেকা মা'আল আরব' অনুষ্ঠানে এক প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আইঃ) বলেন যে, এ শতাব্দীর মধ্যেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে এমন কোন কথা নেই। এর কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। বরঞ্চ যতদিন উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বয়াত গ্রহণ করতে থাকে ততদিন জাতি ধ্বংস থেকে রক্ষা পায়। ধ্বংসের শর্ত এই যে, জাতি এমন অবস্থায় পৌঁছে যে, সত্যকে গ্রহণ করার ন্যূনতম যোগ্যতা বাকি থাকে না। তাই ধ্বংস থেকে রক্ষার জন্য বিশ্বব্যাপী তবলীগকে জোরদার করার জন্য হুযূর (আইঃ) তাগিদ দেন।

একই অনুষ্ঠানে ফিলিস্তিনের আহমদীদের উপস্থিতিতে ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক অবস্থা আলোচনার পর সে দেশের আহমদীদের উদ্দেশ্যে হুযূর (আইঃ) বলেন, যখন তারা (সশস্ত্র সংগ্রামী দলগুলো) আপনাদেরকে অস্ত্রের যুদ্ধের দিকে ডাকে তখন আপনারা বলেন, "আমরা এরূপ জিহাদের ধারণার সাথে একমতই নই।" আর যখন আমি আপনাদেরকে ইহুদী ও অন্যান্যদের নিকট তবলীগের জন্য আহ্বান করি তখন আপনারা বলেন, "পরিস্থিতি অনুকূলে নয়।" এটাতো এ রকম—'লা ইলা হা উলায়ে ওয়া লা ইলা হাউলায়ে' অর্থাৎ 'না এদিকে, না ওদিকে'। হুযূর (আইঃ)-এর মন্তব্য শুনে নিজ গাফলতি উপলব্ধি করে উপস্থিত এক ফিলিস্তিনী আহমদীর চোখ অশ্রু সিক্ত হয়ে উঠে।

সাহেবযাদী তৃবার বিয়ে উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান ঃ

পাকিস্তানে সাহেবযাদী তূবার বিয়ে উপলক্ষ্যে যে অনুষ্ঠান হয় তাতে লণ্ডন থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত একটি অনুষ্ঠানে হুযূর (আইঃ) স্বয়ং উপস্থিত থাকেন এবং সমবেত অতিথিদের উদ্দেশ্যে হুযূর (আইঃ)-এর কিছু কথা ও কিছু নযম পেশ করা হয়।

এম, টি-এর দ্বিপাক্ষিক (2-way) ব্যবস্থা ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা

৭ই মার্চের 'মুলাকাত'-এ হুযূর (আইঃ) বলেন যে, পূর্বে ক্যানাডার জলসার সময় যে দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থায় টোরান্টো ও লণ্ডনের লোকেরা একে অপরকে দেখতে পাচ্ছিল ও কথা শুনতে পাচ্ছিল, বা আলাপও করতে পারছিল তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও দুষ্কর ছিল। বর্তমানে 'ইন্টারনেট' ব্যবহার করে এরূপ চেষ্টা চলছে।

এ অনুষ্ঠানে আরেক প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আইঃ) বলেন যে, বদ্‌দোয়া শুধু ঐ সকল কট্টর মৌলভীদের জন্য যাদের জন্য জাতি হেদায়াত হতে বঞ্চিত হচ্ছে। সাধারণ বা নির্বোধ মানুষের জন্য কোন বদ্‌দোয়া করা হচ্ছে না।

আরেক প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আইঃ) বলেন যে, প্লেগের মত এইডস্‌ থেকেও আহমদীরা সাধারণভাবে মুক্ত ও নিরাপদ থাকবে। নৈতিক জীবন যাপনের ফলে সম্ভাবনা

(অবশিষ্টাংশ ৪১ পৃঃ দেখুন)

পরিচালক—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

ফুল

(গুল)

মূল—আমাতুল বারী নাসের

(সাত থেকে দশ বছর বয়সের ওয়াকফে নও বালক-বালিকাদের জন্যে তালীম তরবীয়তি পাঠ্যক্রম)

(২২তম কিস্তি)

নবমের অংশ

কামর হ্যা চান্দ আওরোঁ কা হামারা চান্দ কুরআঁ হ্যা
(অন্যদের চন্দ্র পূর্ণচন্দ্র মোদের চন্দ্র কুরআন)

জামাল ও হুস্‌নে কুরআঁ নূরে জানে হার মুসলমাঁ হ্যা
কামার হ্যা চান্দ আওরোঁ কা হামারা চান্দ কুরআঁ হ্যা
নাযীর উসকী নেহী জামতী নযর মেঁ ফিকর কার দেখা
ভালা কিউঁকর না হো, ইয়াক্‌তা কালামে পাক রাহমাঁ হ্যা
বাহারে জাবেদাঁ পয়দা হ্যা উসকী হার এবারত মেঁ
না উহ্ খুবী চামন মেঁ হ্যা না উস সা কোই বুসতাঁ হ্যা
খুদা কে কাওল সে কাওলে বাশার কিউঁকর বরাবর হো
ওহাঁ কুদরত ইহাঁ দরমান্দগী ফরকে নুমায়াঁ হ্যা
মালায়েক জিস্‌কী হযরত মে করেঁ একরারে লা ইলমী
সুখন মে উসকী হামতাঈ কাহাঁ মকদূরে ইনসাঁ হ্যা
বানা সাক্‌তা নেহী এক পাওঁ কীড়েকা বাশার হারগিয
তো ফের কিউঁকর বানানা নূরে হাক্‌ কা উসপে আসাঁ হ্যা
হামেঁ কুছ্‌ কীঁ নেহী ভাইও নসীহত হ্যা গরীবানা
কোই জো পাক দিল হোবে দিল ও জাঁ উসপে কুরবাঁ হ্যা
(আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতার বাণী)

অর্থ—কুরআনের রূপ ও সৌন্দর্য প্রত্যেক মুসলমানের প্রাণের জ্যোতিঃ,
অন্যদের চন্দ্র পূর্ণচন্দ্র মোদের চন্দ্র কুরআন।
চিন্তা করে দেখেছি, এর তুলনা চোখে পড়ে না,

অনন্য হবেই বা না কেন, এ যে, দয়াময় খোদার (অতুলনীয়) বাণী।
এর প্রত্যেক ছত্রে ছত্রে চিরবসন্ত বিরাজমান,
ঐ সৌন্দর্য না আছে কাননে, না এরূপ কোন ফুলের বাগান আছে।
খোদার কথার সমান মানুষের কথা কীরূপে হতে পারে ?
সেখানে শক্তি ও মাহাত্ম্য, এখানে ভ্রান্তি—সুস্পষ্ট প্রভেদ বিদ্যমান।
ফিরিশ্‌তারা যাঁর সকাশে অজ্ঞতা স্বীকার করেন,
তাঁর ভাষায় সমকক্ষতা করে মানুষের সাধ্যি কোথায় ?
মানুষ কখনও একটি কীটের পা-ও তৈরী করতে পারে না,
তবে কেমন করে আবার তার পক্ষে সত্যের জ্যোতিঃ সৃষ্টি করা সম্ভব ?
ভাইসব ! আমাদের কোন স্বার্থ নেই,
বিনীত উপদেশ এই যে, যদি কেউ পবিত্র চিত্ত থাকেন,
মন ও প্রাণ তার জন্যে উৎসর্গীকৃত ॥

হাম আহমদী বাচ্চে হ্যাঁ

(আমরা আহমদী বালক)

হাম আহমদী বাচ্চে হ্যাঁ কুছ্‌ করকে দেখ্‌হা দেঙ্গেঁ
শয়তাঁ কী হুকুমাত কো দুনিয়া সে মিটা দেঙ্গে
সিমত পুকারেঙ্গেঁ দুনিয়া মে নযীর আয়া
হার এক কো জা জা কর পয়গামে খোদা দেঙ্গেঁ
কাহতী হ্যা গালত্‌ দুনিয়া ঈসা হ্যা আভী যিন্দা
বুরহান তওয়াফ্‌ফী কী কুরআঁ সে বাতা দেঙ্গে
নেকালেঙ্গে যমানে মে হাম শাম'এ হুদা লে কর
যুলুমাত মিটা দেঙ্গেঁ নূরোঁ সে বাসা দেঙ্গেঁ
আয়ে শাদ, গুমাঁ মাত কর কমযোর নেহী হ্যাঁ হাম
জাব ওয়াক্‌ত পড়া আপনী জানেঁ ভী গাওয়াঁ দেঙ্গেঁ।

(ইব্‌রাহীম শাদ্‌ রচিত)

অর্থ—আমরা আহমদী শিশু, কিছু করে দেখিয়ে দেবো,
শয়তানের রাজত্ব পৃথিবী থেকে মিটিয়ে দেবো।
প্রত্যেকটি দিকেই ডাক দেবো দুনিয়াতে সতর্ককারী এসেছেন,
প্রত্যেকের নিকট গিয়ে খোদার বাণীকে পৌঁছে দেবো।
দুনিয়া ভুল বলছে ঈসা (আঃ) নাকি এখনও জীবিত,
'তাওয়াফ্‌ফী'*-এর অকাট্য দলিল কুরআন থেকে দেখিয়ে দেবো।
হেদায়াতের মশাল নিয়ে আমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বো,
(অজ্ঞানতার) অন্ধকারকে মিটিয়ে দিয়ে জ্ঞানের আলোকে জ্যোতির্ময় করে দেবো।
হে শাদ ! মনে করো না যে, আমরা দুর্বল,
যখন সময়ের ডাক আসবে, নিজেদের প্রাণও বিসর্জন দেবো ॥ (চলবে)

* আমি মৃত্যু দান করবো। (৩ : ৫৬)

ওয়াকফে নও মোজাহিদগণের সাথে পরিচিত হোন

নাম—জিনাত জাহান (মুনমুন) (২৪০২-বি)
পিতা—মীর বশীরুদ্দীন মাহমুদ, মীর বাড়ী,
সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
পিতামহ—মরহুম ক্যাপটেন মীর মাহাবুব আলী
ই, পি, সি, এস, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট
মাতামহ—মরহুম মৌঃ ওয়াসিম উদ্দিন আহমদ
জামালপুর, ভূতপূর্ব ডেপুটি সুপারিনটেণ্ডেন্ট অব কাষ্টমস্
প্রপিতামহ—মরহুম মীর সেকান্দার আলী
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার সরাইল আহমদীয়া মুসলিম
জামাতের প্রথম প্রেসিডেন্ট
প্রপিতামহ (পিতার মাতামহ)—মরহুম মৌঃ মোহাম্মদ ইয়াসীন, পাবনা। ভূতপূর্ব পুলিশ ইন্সপেক্টর।

নাম—এ, আর, এস আসিফ হাসান (তুষার)
(৭৩৯৬-এ)
পিতা—এ, আর, এম, আলফাজউদ্দীন
ছুনুটিয়া, জামালপুর
পিতামহ—মরহুম হাসন আলী ফকির
ছুনুটিয়া, জামালপুর
মাতামহ—মরহুম ক্যাপ্টেন মীর মাহবুব আলী
ই, পি, সি, এস, মীরবাড়ী, সরাইল, বাহ্মণবাড়িয়া। অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট।

সংবাদ

হুযূর (আইঃ) দোয়া করেছেন

এবছর যেসকল বন্ধু রমযান মাসে তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের পুরো চাঁদা আদায় করে দিয়েছেন তাদের তালিকা হুযূর (আইঃ)-এর খেদমতে পেশ করা হলে হুযূর (আইঃ) ২৯শে রমযানে ইজতেমায়ী দোয়ায় তাদের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উন্নতির জন্যে পূর্ণ বিনয়, আন্তরিকতা ও ক্রন্দনের সাথে আল্লাহ্‌তা'লার নিকট দোয়া করেন। আল্লাহ্‌তা'লা হুযূর (আইঃ)-এর সকল দোয়া কবুল করুন আমীন।

আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) রংপুরের এডভোকেট আব্দুস সালামকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহতা'লা তাকে ক্ষমা করুন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেলসেলার খেদমত করার তৌফীক দিন।

ন্যাশনাল আমীর

জামাত পরিদর্শন

বিগত ২১শে মার্চ, ১৯৯৭ইং রোজ শুক্রবার মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সফরসঙ্গী হিসাবে খাকসার, মীর মোহাম্মদ আলী (সেক্রেটারী তবলীগ), জনাব আবু নাসের (সহকারী সেক্রেটারী উমুরে আমা), ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাত সফর করি।

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব জুমুয়ার খুতবা দেন। নামাযগাহ মুসল্লীতে ভরপুর ছিল। সেজদা দেয়ার স্থানও অপ্রতুল দেখা যাচ্ছিলো।

নামাযের পর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতের মজলিসে আমেলা ও আশে-পাশের জামাতগুলির প্রেসিডেন্ট সাহেবানের এক যুক্তসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় একজন আমীর (ব্রাহ্মণ-বাড়িয়া জামাতের) ৬জন প্রেসিডেন্ট, ২ (দুই) জন মোয়াল্লেম ও ৩ জন জামাতী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সফরসঙ্গী হিসাবে খাকসার ও মৌলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ নারায়ণগঞ্জ জামাত কর্তৃক আয়োজিত ২৩শে মার্চ তারিখে মসীহ মাওউদ (আঃ) দিবস পালন উপলক্ষে এক তবলীগি সভায়ও যোগদান করি। প্রায় ৩৫ জনেরও অধিক অ-আহমদীসহ পৌণে তিনশত নারী-পুরুষ এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

এ, কে, রেজাউল করীম
সেক্রেটারী (বিশেষ দায়িত্ব প্রাপ্ত)

মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দিবস পালিত

২৩শে মার্চ আহমদীয়ত তথা ইসলামের ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল দিন। এ দিন ঐশী নির্দেশে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) দামেস্কের পূর্ব দিকে পাঞ্জাবের লুধিয়ানা শহরে মহল্লা জাদীদে হযরত সুফী আহমদ জান সাহেব (রহঃ)-এর বাড়ীতে প্রথম বয়াত নেয়া আরম্ভ করেন। এ দিনের প্রেক্ষাপটে জামাত প্রত্যেক বছর দিনটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্বন্ধে সভা সমিতির মাধ্যমে দিনটি পালন করে থাকে। এ বছরও সারা বাংলাদেশের জামাতসমূহে দিনটি শান-শওকতের সাথে পালিত হয়। এ পর্যন্ত যেসব জামাত ও অংগ সংগঠন থেকে সংবাদ পাওয়া গেছে তারা হলেন : আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা, কুমিল্লা, চরদুখীয়া, নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী, মাহিগঞ্জ, আহমদনগর, সুন্দরবন, ধানীখোলা এবং মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বগুড়া।

আহমদী বার্তা

সন্তান লাভ

শেখ আসলাম আহমদ ও মুসলিমা পারভীনকে (সুন্দরবন জামাত) গত ২৭-২-৯৭ইং তারিখে আল্লাহ্ তা'লা এক পুত্র সন্তান দান করেছেন (আলহামদুলিল্লাহ্)। পুত্রের দীর্ঘায়ু ও নেক হওয়ার জন্যে সবার নিকট দোয়া প্রার্থনা করছি।

আবু মোসলেম গাজী
সেক্রেটারী ফাইনান্স, সুন্দরবন জামাত,

দোয়ার আবেদন

আমার চতুর্থ ছেলে মোহাম্মদ অহিদুজ্জামান ভুইয়া সিলেট পলিটেকনিক ইনসটিটিউট হইতে প্রথম বর্ষ ১৯৯৬ইং এবং দ্বিতীয় বর্ষ ১৯৯৭ইং সনে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাহার চুড়ান্ত পরীক্ষা ১৯৯৮ইং সনে অনুষ্ঠিত হইবে। সে যেন পরম করুণাময়ের রহমতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারে সেজন্য সকল ভাইদের নিকট দোয়ার আবেদন রহিল।

মোঃ শাহজাহান ভুঁইয়া
বিষ্ণুপুর

ঈদুল আযাহিয়া ও নববর্ষের শুভেচ্ছা

পবিত্র ঈদুল আযহিয়া এবং বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই ঈদ মোবারক এবং শুভেচ্ছা।

পাক্ষিক আহমদী ব্যবস্থাপনা

আসহাবে কাহাফের পাতা

আবু যফীর

প্রশ্ন : হযরত ইব্রাহীম (আ:) কখন কা'বা পুন: নির্মাণ করেন?

উত্তর : তিনি যখন চতুর্থবার মক্কায় আসেন তখন তিনি আল্লাহ্র নির্দেশে তাঁর পুত্র ইসমাঈলকে (আ:) নিয়ে কা'বা গৃহ নির্মাণ করেন।

প্রশ্ন : ঐ সময় কা'বা গৃহ কীরূপ ছিল?

উত্তর : পাথরের তৈরী ছাদ বিহীন একটি গৃহ, যার উচ্চতা নয় হাত, লম্বা তেইশ হাত এবং প্রস্থ বাইশ হাত ছিল।

প্রশ্ন : প্রথম হজ্জের ঘোষণা পবিত্র কুরআনের কোথায় আছে?

উত্তর : সূরা হাজ্জ, ৪ রুকূতে। ওখানে আল্লাহ্তা'লা হযরত ইব্রাহীমকে (আ:) নির্দেশ দিচ্ছেন—আযযিন ফিন্ নাসে বিল হাজ্জে।

প্রশ্ন : মক্কায় প্রথম কোন কবিলা বসতি স্থাপন করে?

উত্তর : জুরহুম সানিয়া। এদের সর্দার মজাজ বিন ওমরুর কন্যাকে হযরত ইসমাঈল (আ:) বিয়ে করেন। এই পক্ষে বারটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। এদের মধ্যে বড় ছেলের নাম নাবেত এবং তার ছোট কেদার। আরবের অধিকাংশ লোক কেদার বিন ইসমাঈলের বংশধর। হযরত ইসমাঈল (আ:) যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি কা'বার খাদেম ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শ্বশুর কা'বার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এরপর কাহতান গোত্রের একটি শাখা খাজয়া কা'বা দখল করে নেয়। কাবায় প্রথম মূর্তি স্থাপন করে খাজায়া গোত্রের সর্দার ওমরু ইবনে হাই। ইয়ামেনের বাদশাহ্ তাব্বা আসআদ সর্ব প্রথম কা'বায় গীলাফ ব্যবহার করেন। সেই থেকে আজো এই রীতি চালু আছে।

সম্মান দেখাতে গিয়ে কেউ কা'বার কাছে ঘর নির্মাণ করত না। তারা তাবু খাটিয়ে ওখানে বাস করত। কসি নামক কুরেশ বংশীয় সর্দার সর্ব প্রথম গৃহ নির্মাণের হুকুম দেন।

প্রশ্ন : ঈদুল আযহিয়া কি?

উত্তর : যারা হজ্জে যেতে পারেননি তারা দশই যিলহজ্জ সকালে দু'রাকাত নামায জামাতে পড়ে থাকেন এবং যোগ্যতা মোতাবেক পশু কোরবানী করেন। আযহিয়া অর্থ পশু। আইয়ামে তশরিক অর্থ কোরবানীর মাংস শুকাবার দিন।

প্রশ্ন : হজ্জের জন্য কি আলাদা কোন নামায পড়তে হয় ?

উত্তর : না। হজ্জের তিনটি ফরয। এহরাম, উকুফে আরাফাত ও তৌয়াফে যিয়ারত।

প্রশ্ন : ইমাম মাহদী (আঃ) কি হজ্জ করেছিলেন ?

উত্তর : না। তাঁর উপর হজ্জ ফরয ছিল না। উল্লেখ্য যে, রসূল করীম (সাঃ) কখনও যাকাত দেন নি, কারণ তাঁর যাকাত ফরয ছিল না।

প্রশ্ন : পশু যবাই না করে গরীবদের মধ্যে টাকা বন্টন করলে কি কোরবানী আদায় হবে না ?

উত্তর : যত খুশী টাকা বিতরণ করুন, সওয়াব পাবেন। তবে ঈদুল আযহায় মাংস খাওয়া জরুরী (কারণ মাংসও স্বাস্থ্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন)।

প্রশ্ন : ঈদের নামাযে কি মহিলাদের অংশগ্রহণ জরুরী ?

উত্তর : হ্যাঁ। জুমআর নামাযে অংশ গ্রহণের চাইতেও ঈদের নামাযে মহিলাদের অংশ গ্রহণের ব্যাপারে তাকিদ বেশী।

প্রশ্ন : পরিবারের প্রত্যেকের পক্ষ থেকেই কি কোরবানী জরুরী ?

উত্তর : না। পরিবারের পক্ষ থেকে একটি কোরবানীই যথেষ্ট। একটি ছাগল অথবা একটি গরুর সাত ভাগের এক ভাগ।

(৩৪ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

তো এমনিতেই কম। কিন্তু তাছাড়াও ঘটনাক্রমে এইড্‌স ছড়ায়। কোন কোন আহমদী ডাক্তার এরূপও জানিয়েছেন যে, অস্ত্রোপচারের সময় রক্ত ছিটে কখনো চোখে-মুখে লাগে। হুযূর (আইঃ) বলেন যে, মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর নিকট আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আহমদীরা এরূপ ক্ষেত্রেও নিরাপদ থাকবেন।

বিশ্বজুড়ে আহমদীদের ব্যাসিলিনিয়াম খাওয়ার উপদেশ :

৫ই মার্চ দরসের পর 'হোমিও আপডেট'-এ হুযূর (আইঃ) 'সিল' (খুব সম্ভবতঃ যক্ষ্মা) সম্পর্কে বলেন যে, এ রোগ সারা বিশ্বে আবার প্রাদুর্ভাব বিস্তার করছে। এজন্য প্রতিষেধক হিসাবে বিশ্বজুড়ে আহমদীদের (Bacillinium) ক্রমোচ্চ শক্তিতে (in rising potency) খাওয়া উচিত। সপ্তাহ খানেক ব্যবধানে ২০০ এর পর মাস খানেক ব্যবধানে 1M এবং এরপর 10M বা CM দিয়ে বছরখানেক সময়ে সেবন পূর্ণ হবে। এটি টীকার ন্যায় কাজ করে থাকে।

কম্পিউটার সংযোজনের উপর অনুষ্ঠান :

'টেক টক' অনুষ্ঠানে দু'টি পর্বে কম্পিউটার সংযোজনের উপর ব্যবহারিক প্রদর্শনসহ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।

১৯৬০ সালের ২৭ জানুয়ারী ফিল্ড মার্শাল আইউব খান এই বয়তুল মোকাররম মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই মসজিদ নির্মাণে পাকিস্তানের শিল্পপতি বাওয়ানী পরিবার আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন। এর উদ্বোধন হয় ২৫ জানুয়ারী, ১৯৬৩ সালে। এটি যে জাতীয় মসজিদ তা কোন গেজেটে প্রকাশিত হয় নি। আসলে ব্যবসায়ী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এটি নির্মাণ করা হয়। নিচতলায় ৩০৪টি দোকান ও ১৮টি গোডাউন রয়েছে। আজ এই মসজিদের খতীব হলেন পাকিস্তানী সংগঠন তাহাফফুজে খতমে নবুওয়তের এ দেশীয় প্রধান মৌঃ ওবায়দুল হক। পাকিস্তানী শিল্পপতির টাকায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত মসজিদটি হল, বাংলাদেশের কথিত জাতীয় মসজিদ! কেউ কি এর খবর রাখে? হায়রে আমার জাতি! (এটিটি)।

আপনি কি নিজেকে নিয়ে একটু ভাববেন?

- আপনি একজন আহমদী বিধায় খাঁটি মুসলমানের দাবীদার। তাই ইসলামের বিশ্ব বিজয়ে আপনাকে অবদান রাখতেই হবে। আপনার সামান্য দান অবশ্যই প্রতিশ্রুতিশীল ফলোৎপাদন করতে সক্ষম।
- একজন আহমদীকে অবশ্যই রীতিমত চাঁদা আদায়কারী হতে হবে নচেৎ আকাশে আহমদীয়াতের খাতা থেকে তার নাম কাটা যায় এবং তার ধন-সম্পদে বরকত হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। আমরা আশা করি আপনি রীতিমত চাঁদা আদায়কারীদের একজন।
- আপনি ১৯৯৬-৯৭ সনের লাজেমী চাঁদার বাজেটের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন কি? না হয়ে থাকলে এখনই সেক্রেটারী মালের সাথে যোগাযোগ করুন।
- আপনি আপনার সঠিক আয়ের ওপর বাজেট লিখিয়েছেন নিশ্চয়ই। আমরা জানি যে, আলেমুল গায়েব খোদা অবশ্যই আমাদের সকলের সঠিক আয় অবহিত আছেন।
- আপনি ১৯৯৬-৯৭ সনের বাজেটে বরাদ্দকৃত চাঁদা পুরোপুরি আদায়ের জন্য তৎপর হবেন কি? কেননা ৩০-৬-৯৭ তারিখের মধ্যে তা অবশ্যই আপনার আদায় করে দেয়া উচিত।
- আপনি তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার ওয়াদায় শামেল হয়েছেন কি? হয়ে থাকলে যথাসময়ে ওয়াদা পূর্ণ করতে সচেষ্ট হোন।
- পাক্ষিক আহমদীর চাঁদার বছর ৩০শে জুন শেষ হতে যাচ্ছে। আপনি ১০০/-(একশত) টাকা দিয়ে জামাতের একটি মাত্র মুখপত্র প্রকাশের কাজে সহায়তা করতে কেন পিছ পা হবেন।

(সাহেবুল কাহ্‌ফ)

সম্পাদকীয়

জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় (!) (?)

বাংলাদেশে ইলিশ, রয়েল বেঙ্গল, দোয়েল, কাঁঠাল, শাপলা ইত্যাদি হল যথাক্রমে জাতীয় মাছ, পশু, পাখী, ফল এবং ফুল। এছাড়া একটি মসজিদ আছে যাকে বলা হয় জাতীয় মসজিদ। ইসলাম ধর্মকে বলা হয় রাষ্ট্র-ধর্ম।

ইলিশ মাছ, কাঁঠাল ইত্যাদি বাংলাদেশের জাতীয় বস্তু হলেও অন্য জাতি (বিশেষ করে ভারতীয়রা) এই সব বস্তুকে তৃপ্তির সঙ্গে ভক্ষণ করে থাকে। এ সবের মালিকানাও তাদের নিজস্ব। সুন্দর বনের বাঘও ভারতীয় মালিকানায় আছে। থাক, তবুও মেনে নিলাম অন্ততঃ ছবিতে আমরা এসবকে জাতীয় বস্তু বলে বিশ্বাস করি, ব্যবহার করি প্রতীক হিসাবে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে জাতীয় মসজিদ এবং রাষ্ট্র ধর্ম নিয়ে।

ইসলাম এসেছে সারা বিশ্বের জন্য। যে ধর্ম সারা বিশ্বের তা কি করে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হয় তা আমাদের বোধগম্য নয়। বালাদেশে হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ আছে। তাদের ধর্মও কি ইসলাম? হিন্দু ধর্ম, খৃষ্টধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম কি আমাদের রাষ্ট্রের নাগরিকদের ধর্ম নয়? ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ধর্ম কি বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রে নেই? যদি থাকে তাহলে শুধু ইসলাম বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের ধর্ম হয় কি করে? মহানবী (সাঃ) খোলাফায়ে রাশেদীন কি ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম ঘোষণা করেছিলেন? এ বিষয়ে কি কেউ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিবেন? আমরা যা বুঝি তাহল বিশ্ব ধর্ম কখনও রাষ্ট্র ধর্ম হতে পারে না। রাষ্ট্র ধর্মের প্রচলন খৃষ্টান জগত থেকে। তারা ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট চিহ্নিত করতে গিয়েই এই রাষ্ট্র ধর্মের ব্যবহার শুরু করে। মুসলমানরা খৃষ্টানদের অন্ধ অনুকরণ করে এই বিষয়টিকে এনে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। মুসলমানরা আরো বহু বিষয়ে খৃষ্টানদের অনুকরণ করে আসছে। যেমন, ঈসা নবী (আঃ) আকাশে আছেন, ব্লাসফেমী, কবুতর উড়ান, মোম-বাতি জ্বালিয়ে ধর্মানুষ্ঠান করা ইত্যাদি।

আসুন, এখন জাতীয় মসজিদ বলতে কি বুঝায় তা নিয়ে একটু আলোচনা করি। মুসলমানের জাতীয় মসজিদ কোন্‌টি? এর উত্তর বয়তুল হারাম (বয়তুল মোকার্‌রম নয়)। যদিও নাম দু'টি একই অর্থ প্রকাশ করছে। বয়তুল মোকার্‌রমকে বয়তুল হারামের আকৃতিতেই নির্মাণ করা হয়েছে। যদি বয়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ হয়, তাহলে বাংলাদেশের অন্যান্য মসজিদ কি বিজাতীয় মসজিদ? বয়তুল মোকররম মসজিদ কি বাংগালী জাতির মস-জিদ? বাংগালী বা বাংলাদেশী জাতি কি শুধু মুসলমান? এসব কথার উত্তর কে দেবে?

19th Issue 15th April, 1997

Fortnightly THE AHMADI রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

لا اله الا الله محمد رسول الله

MUSLIM TV AHMADIYYA INTERNATIONAL

দিবারাত্র প্রচাররত একমাত্র মুসলিম টেলিভিশন (MTA)

মুসলিম টেলিভিশন আহ্‌মদীয়া পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশে নানা ভাষায় ইসলাম প্রচার করে চলেছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা, তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা এবং যুগ-খলীফার খুতবা সরাসরি প্রচার করে থাকে। ডিশের বর্তমান অবস্থান ৫৭° ডিগ্রী ইষ্ট (East) এবং ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সি ১০৯০ ও ৯৭৫-এর মধ্যে। অডিও ফ্রিকোয়েন্সি ৬.৫০তে অনুষ্ঠান শুনতে পারেন। বাংলায় অনুষ্ঠান শুনতে পারেন ৭.৩৮-৪০ বা ৪২ মেগাহার্টসে।

আপনিও খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা বাংলাদেশ সময় শীতকালে সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে এবং গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যা ৬.০০ মিনিটে শুনতে পারেন।

আহ্‌মদীয়ত সম্বন্ধে জানতে হলে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২
সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 505272

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

৫৮তম বর্ষ : ১৯শ সংখ্যা

১৫ই এপ্রিল, ১৯৯৭ : ১৫ই শাহাদাত, ১৩৭৬ হিঃ শামসী : ২রা বৈশাখ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সূরা আল্ হাজ্জ—২২

২৭। এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা ইব্‌রাহীমের বসবাসের জন্য নির্ধারণ (১৯৪৩) করিয়াছিলাম এই গৃহের স্থানকে (১৯৪৩-ক) (এবং বলিয়াছিলাম) যে, তুমি কোন বস্তুকে আমার সহিত শরীক করিও না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখ, (১৯৪৪)

১৯৪৩। এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর সময়ের বহু পূর্ব হইতেই কা'বা ঘরের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। প্রকৃত ঘটনা হইতেছে যে, কা'বা ঘর হযরত আদম (আঃ) কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল ইহাই প্রথম উপাসনালয় যাহা এই পৃথিবীর বুকে নির্মিত হইয়াছিল (৩:৯৭)। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর যুগ পর্যন্ত কালের আবর্তনে ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আল্লাহ্ ওহীর দ্বারা তাঁহার নিকট ইহার স্থান প্রকাশ করিলে তিনি এবং তাঁহার পুত্র ইসমাঈল (আঃ), যিনি আঁ হযরত (সাঃ)-এর পূর্ব-পুরুষ, এই ঘর পুনর্নির্মাণ করিয়াছেন।

১৯৪৩-ক। কুরআন শরীফে বিভিন্নভাবে কা'বার উল্লেখ রহিয়াছে যেমন 'আমার গৃহ' (২:১২৬ এবং ২২:২৭), 'পবিত্র গৃহ' (১৪:৩৮), 'পবিত্র মসজিদ' (২:১৫১) 'এই গৃহ' (২:১২৮, ১৫৯, ৩:৯৮, ৮:৩৬, ২২:২৭), প্রাচীন গৃহ' (২২:৩০, ৩৪) এবং (কসম) সদা আবাদ গৃহের (৫২:৫)। এই সমস্ত পৃথক পৃথক আখ্যা কা'বার বৈশিষ্ট্যের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে যে, ইহা মানবজাতির জন্য উপাসনার শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্র।

১৯৪৪। 'আমার গৃহকে পবিত্র রাখ' উক্তি আদেশ এবং ভবিষ্যদ্বাণী উভয়ই প্রকাশ করে। আদেশটি হইল যে, কা'বা ঘর মূর্তিপূজার মাধ্যমে কলুষিত না করা, কেননা ইহা নির্মিত হইয়াছিল এক-অদ্বিতীয় সত্য খোদার উপাসনার জন্য। ভবিষ্যদ্বাণীটি ছিল এই বাস্তব ঘটনার মধ্যে যে, উক্ত আদেশ অমান্য করা হইবে এবং আল্লাহ্‌র ঘর মূর্তির ঘরে পরিণত হইবে, কিন্তু পরিণামে পুনরায় সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র করা হইবে।